ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-100 ■ 9 January, 2026 ■ আগরতলা ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৪ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শৈত্যপ্রবাহে কাবু দেশ ১৫টিরও বেশি রাজ্যে সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। হিমালয় অঞ্চলে ভারী তুষারপাতের পর উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে তাপমাত্রা হঠাৎ করে অনেকটাই কমে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেছে, অন্যদিকে কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে ইতিমধ্যেই ১৫টিরও বেশি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবন ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপটের পূর্বাভাসও দিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের শাহডোলের কল্যাণপুরে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। রাজস্থানের চারটি শহরে ন্যূনতম তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রয়েছে। ফলে রাজ্যের ২৫টি জেলায় স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের হিমালয় অঞ্চলের তিন শহরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২১ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। এসব শহরের মধ্যে রয়েছে পিথোরাগড়ের আদি কৈলাস, রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ এবং উত্তরকাশীর যমুনোত্রী ধাম।

উত্তরপ্রদেশের বারাণসী, মেরঠ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বছর শুরু হতেই চওড়া হল সরকারি কর্মচারীদের মুখে হাসি

আড়াই দশকের পুরনো স্থির বেতন নীতি বাতিলের নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকারের আড়াই দশকের পুরনো স্থির বেতন নীতি বড় ধাক্কা খেয়েছে উচ্চ আদালতে। সেই সাথে বছর শুরু হতেই চওড়া হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের মুখে হাসি। স্থায়ী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের পাঁচ বছর ধরে স্থির বেতনে রাখার সরকারি সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাও এবং বিচারপতি বিশ্বজিত পালিতের খন্ডপীঠ এই রায় দিয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, ২০০১ ও ২০০৭ সালে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল স্থায়ী পদে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের পর পাঁচবছর তাঁদের স্থির বেতনে থাকতে হবে। তারপর থেকে তাঁদের রেগুলার পে-স্কেল দেওয়া হবে। ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বাম জমানায় রেগা প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বাম আমলে বিশালগড় ব্লকে এমজিএনরেগা প্রকল্পে ১৭ কোটি টাকার দুর্নীতির হদিশ মিলেছিল। ওই ঘটনায় তৎকালীন বিডিও বিমল চক্রবর্তী সহ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে আরও জনবান্ধব ও আধুনিক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রক্তদান শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়- এটি মানবধর্ম পালনের একটি বিরাট সুযোগ। রক্তের কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই, রক্তের কোনও বিকল্প নেই। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে আমরা শুধু জীবনই বাঁচাই না, মানবিক মূল্যবোধকেও শক্তিশালী করি। রক্তদান আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানবধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম। আজ আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কর্মীদের উপর হামলাকারীদের রেহাই নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। হেজারামায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপি কর্মীদের উপর হামলাকারীদের কাউকেই ছাড়া হবে না। আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, গতকাল সিমনার হেজামারা এলাকায় বিজেপি অফিস নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুই বিজেপি কর্মী।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় তিপরা মথা রাজেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বিজেপি কর্মীদের উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অনাঙ্ক্ষিত ও নিন্দনীয়। তিপ্রা মথা দল কখনওই হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। কারণ, অশান্তি রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পিছিয়ে দেয়। হেজামারায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিপরা মথা দলের

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে তিন দিনব্যাপী স্বদেশী মেলা শুরু আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী স্বদেশী মেলাকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার সহ পুর নিগমের অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

তিনি জানান, আগামীকাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী স্বদেশী মেলা। শুক্রবার বিকেল ৪টা নাগাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা স্বদেশী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক, আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র ও একাধিক কর্পোরেটর।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নজিরবিহীন সাফল্য পুলিশের

একবছরে অপরাধ কমল ৮.৩ শতাংশ ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বড়সড় সাফল্যের দাবি করল রাজ্য পুলিশ। বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক জানান, ২০২৫ সালে ত্রিপুরায় অপরাধের হার গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে সামগ্রিক অপরাধের হার ৮.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

ডিজিপি জানান, ২০২৫ সালে রাজ্যে মোট ৩,৬৯৮টি অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৯ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৪ পৌষ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চোরাচালান বাড়িতেছে

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নতুন খবর নয়। ইদানিং সীমান্ত এলাকায় দিনদুপুরে চারাচালান কারবার, দেখিলে তাজ্জব হইয়া যাইতে হয়। প্রতিদিন লরি করিয়া ডাল, লবন, গরু ও অন্যানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ওপারে বাংলাদেশে চলিয়া যাইতেছে, ওপার থেকে আসিতেছে বিদেশি দ্রব্য, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, বিএসএফ বা সীমান্তে কোনও নজরদারির অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মনেই হয় না। ফলে সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়িতেছে অপরাধ প্রবণতাও। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বেকার যুবকরা এই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সামাল দেওয়া কঠিন
হইয়া পড়িবে। অথচ রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না।ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার সমস্যার সমাধানে কিছু বাস্তব অসুবিধাও রহিয়াছে। দু''পারের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি এক, একই রকমের মানুষ বাস করিয়া সীমান্তের দুপারে। ফলে সীমান্ত পার হইলেই চোরাচালানকারীদের চেনা ও ধরা দুইই শক্ত। সীমানা পার হইলেই নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিসের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। ফলে এপারের একদল অসাধু ব্যবসায়ী চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অধিক মুনাফা লাভের আশায় বিভিন্ন দ্রব্য পাচার করিয়া দিতেছে। ওপারে বাংলাদেশে, যেখানে গ্রামের মাঝ দিয়া সীমান্ত রেখা, যেখানে নদী বা খালকে সীমানা করিয়া দেশ বিভাগ
হইয়াছে, সেখানে মূল্যস্তরের বৈষম্য থাকিলেও চোরাকারবার রোখা মুশকিল, নৈতিক অবক্ষয় ও দেশাত্মবোধের অভাবে এই বাস্তব পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। এই চোরা পথ দিয়াই বাড়িতেছে অনুপ্রবেশ, ওপারের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থায় বাঁচিবার তাগিদে পাড়ি জমাইতেছে ওপারের বহু পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে নতুন করিয়া কলোনি, যাহার অধিকাংশ অধিবাসী ওপার থেকে আসা, আসিলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টুকরো করিয়া ধর্মমত ভিত্তিক দেশ বিভাগই এর জন্য দায়ী বলিয়া মনে করিতেছেন পর্যবেক্ষক মহল, প্রতিবেশি বাংলাদেশ বা রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে বৈষম্য থাকিলে এর থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কাঁটা তারের বেড়াও ঠেকাইতে পারিবে না। তাছাড়া নজরদাররাও যখন টাকায় বশ, তখন এসব বন্ধ হওয়াও অলীক কল্পনা মাত্র। ক্রমবর্ধমান চোরাকারবারের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে সীমান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে গরু চুরি, ডাকাতি ও খুন, সামগ্নিক ভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাই সর্বত্র কেবলমাত্র প্রশাসনিক কঠোরতা দিয়া এই বিষবৃক্ষের মুলোৎপাটন সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সীমান্তে অপরাধীদের রাজত্ব ও প্রায় পাল্টা প্রশাসন গঠনে তেমন উদ্বিগ্ন নয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপরাধ জনিত ঘটনা, অনুপ্রবেশ শুধু ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের স্থিরতাকেই নয়, পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহারেও সামাজিক সংঘাত তীব্র করিয়াছে।চোরাকারবারীদের দাপটে আগামী দিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করিবে উত্তর পূর্বঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। এই অস্থিরতা থেকে জন্ম নিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী উগ্নপন্থা। নাগা উগ্রপন্থীদের মতো আজ অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম উগ্রপন্থী সমস্যায় জর্জরিত, উগ্রপন্থার পদধ্বনি শোনা যাইতেছে অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়েও। জাতি সংঘাত সাম্প্রদায়িক বিভাজন, অনুপ্রবেশ ও সীমান্তে চোরাকারবার অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের অর্থনীতিকে বিপাকে ফেলিয়া দিতেছে।উত্তর পূর্বের সমস্ত উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছে চিন ও পাকিস্তান, পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র আইএসআই অপারেট করিতেছে বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার থেকে। মায়ানমার সীমান্ত দিয়া মণিপুরে ঢুকিতেছে নেশার দ্রব্য অস্ত্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিস্তারিত তথ্য জানিয়েও চুপচাপ, মণিপুরের মোরেতে চোরাকারবার বিদেশি অস্ত্র আমদানির সীমান্তে চোরাচালান আজ দেশের সামনে এক স্থায়ী রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সংকট তৈরি করিয়াছে, যাহার ভয়াবহতা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই মনে করিতেছেন পর্যবক্ষেক মহল।ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের শুরু পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করিতেছে।

সাম্প্রতিক প্রধান চোরাচালান আইটেম বর্তমানে ত্রিপুরা এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলোতে প্রধানত তিন ধরনের চোরাচালান সবচেয়ে বেশি দেখা যাইতেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন 'নিউ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল' (ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ানমার করিডোর) হিসেবে পরিচিতি পাইতেছে। বিশেষ করিয়া ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার মিয়ানমার থেকে মনিপুর ও মিজোরাম হইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে।ত্রিপুরার ৮৫৬ কিমি দীর্ঘ সীমান্তের অনেক জায়গায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া নাই, বিশেষ করিয়া নদী ও পাহাড়ি এলাকায়।সীমান্ত এলাকায় অপরাধ বাড়িয়া যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহজনক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশ বা বিএসএফ-কে দ্রুত অবহিত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

সার্ধশতবর্ষে আরএসএসের দৃষ্টিতে বন্দেমাতরম

নোটন কর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ''বন্দেমাত-রম'' গানের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে দেশের ব রাজনৈতিক পরিসরে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তিনি বলেন, কংগ্রেস জমানায় বন্দেমাতরম গানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ১৯৩৭ সালে এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই দেশভাগের বীজ বপন হয়েছিল এবং সেই বিভাজনমূলক মানসিকতা আজও দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, আরএসএস কখনও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৫২ বছর তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি। কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি ও আরএসএস সংবিধান আক্রমণ করেছে, মহাত্মা গান্ধী এবং বাবাসাহেব আম্বেদক-রের কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে, গান্ধীজির হত্যার সঙ্গে যুক্ত শক্তিকে আড়াল করা হয়েছে এবং আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়েছিল। বন্দেমাতরমের দেড়শো বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক তরজা নতুন করে দেশের ইতিহাস, ধর্মনিরপে-ক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে।

বন্দেমাতরম গানটির রচনাকাল ১৮৭৫ সাল। পরে ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ''আনন্দমঠ'' উপন্যাস প্রকাশিত হলে সেখানে এই গানটি উপন্যাসের মূল ভাবনা ও দর্শনের প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই নিরিখে বন্দেমাতরম গানের বয়স এখন দেড়শো বছর। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের পটভূমি আঠারো শতকের শেষ ভাগ, যখন বাংলা একদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণে বিপর্যস্ত। ১৭৭০ সালের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহই ছিল উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট। এই উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের গৌরবময় চিত্র তুলে ধরা হয়।

"আনন্দমঠ"-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র "সন্তান দল"। এই সন্তান দল আসলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নিয়ে গঠিত একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন, যারা ব্রিটিশ শাসন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণ, অত্যধিক কর আরোপ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিল। ইতিহাসে এই আন্দোলন "ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ভারতের প্রথম দিকের বড় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির একটি। এই বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ''আনন্দমঠ'' উপন্যাসে এই ঐক্যবদ্ধ রূপটি পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়নি, বরং সেখানে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। "আনন্দমঠ" প্রকাশের পর থেকেই বন্দেমাতরম গানটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই গান ও ধ্বনি হয়ে ওঠে উদ্দীপনার উৎস। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় হিন্দু ধর্মীয় চেতনা ও প্রতীককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বন্দেমাতরম গানে ভারতকে মা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং সেই মাতৃরূপ দেবী দুর্গা বা দেবী লক্ষ্মীর প্রতীকে রূপ পেয়েছে। এই ধর্মীয় রূপকই পরবর্তী সময়ে গানটি নিয়ে বিতর্কের অন্যতম মূল কারণ হয়ে ওঠে।

এই বিতর্ক বোঝার জন্য উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকানো জরুরি। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার ক্ষমতা চলে যায়। ১৭৬৩ সালে বাংলা,

এই বিতর্ক বোঝার জন্য উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকানো জরুরি। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার ক্ষমতা চলে যায়। ১৭৬৩ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আমূল বদলে যায়।

বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আমূল বদলে যায়। এক নতুন জমিদার শ্রেণির উত্থান ঘটে, যাদের বড় অংশ ছিলেন বাঙালি হিন্দু। ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে এই জমিদারদের সখ্যতা থেকেই গড়ে ওঠে নতুন মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি। বহু ঐতিহাসিকের মতে, মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের সূচনাকে এই নব্য হিন্দু অভিজাত সমাজ স্বাগত জানিয়েছিল। এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, যারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ বলে পরিচিত, তাঁদের বড় অংশই ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধুনিকতার প্রশংসা করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী এই শ্রেণি রাজনৈতিক আনুগত্য দেবে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ প্রচার করবে। এই প্রেক্ষাপটেই সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব, যিনি প্রবল হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক হয়ে ওঠেন। ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দেমাতরম গানটি পরিবেশন করেন। এরপর কংগ্রেসের কর্মী থেকে শুরু করে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা এই গানটিকে নিজেদের সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বন্দেমাতরম ধ্বনি বাংলায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে একই সময়ে মুসলিম সমাজের একাংশের মধ্যে এই গান নিয়ে আপত্তি তৈরি হয়। কারণ গানটিতে ভারতের রূপ দেবীমূর্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পাশাপাশি ''আনন্দমঠ'' উপন্যাসে মুসলিম সমাজ ও তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রান্তিকভাবে দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।

এই বিতর্ক চরমে পৌঁছায় ১৯৩৭ সালে। অবিভক্ত ভারতে নির্বাচনের পর একাধিক প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। বিধানসভায় বন্দেমা-তরম গাওয়া হলে বহু মুসলিম সদস্য আপত্তি জানান। তাঁদের বক্তব্য ছিল, গানের পৌত্তলিক ভাব তাঁদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করছে। কংগ্রেসের পক্ষে তখন এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। একদিকে বন্দেমাতরম ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে মুসলিম আপত্তিকে উপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে নেহরু, মাওলানা আজাদ প্রমুখ নেতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত জানতে চান। সুভাষচন্দ্র বসুও রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তাঁর মত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে জানান, বন্দেমাতরমের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া প্র যথেষ্ট। তাঁর মতে, দেশকে দেবী হিসেবে কল্পনা করা মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে এমন গান সর্বজনীন হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে বলেন, আনন্দমঠ সাহিত্য হিসেবে মূল্যবান, কিন্তু রাষ্ট্রসভায় সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্রে এই গানের সব স্তবক সংগত নয়। রবীন্দ্রনাথের মতামতের ভিত্তিতেই ১৯৩৭সালের ২৬ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, বিধানসভা ও জাতীয় সভাসমিতিতে বন্দেমাতরমের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়া হবে। স্বাধীনতার পর ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে গণ পরিষদের শেষ অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন, রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন" হবে জাতীয় সংগীত এবং বন্দেমাতরমের প্রথম দুটি স্তবক জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। তবুও আজ বন্দেমাতরমকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক উসকে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি ও আরএসএস নেতৃত্বের একাংশ জাতীয় সংগীত হিসেবে জ জনগণমনের বদলে বন্দেমাতরমকে সামনে আনার দাবি তুলছে। আরএসএস প্রধান সম্প্রতি কলকাতায় এসে প্রকাশ্যে এই মত পোষণ করেছেন। একই সঙ্গে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে। সমালোচকদের মতে, বন্দেমাতরম গানটি বিজেপি ও আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে সহজেই মিলে যায় জ বলেই এই বিতর্ক নতুন করে উসকে দেওয়া হচ্ছে। অনেক বিশ্লেষকের মত, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও মাওলানা আজাদ বন্দেমাতরমের পরবর্তী স্তবকগুলি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশভাগের বীজ বপনের জন্য নয়, বরং বিভাজনের সম্ভাবনা দূর করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আজ বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষে দাঁড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকেই নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলা হচ্ছে, যা দেশের রাজনীতিতে আবারও গভীর মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অদম্য সাহসের প্রতীক ইলা মিত্র

সংগ্রামী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর ডেইলি স্টার 'শতবর্ষে স্মরণ: ইলা মিত্র ও তেভাগা আন্দোলন' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। ইলা মিত্রের সঙ্গে মতিউর রহমানের পরিচয় ছিল। অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কথা বলেছেন নানা বিষয় নিয়ে। বক্তৃতায় তিনি সেই ব্যক্তিগত স্মৃতি ও আলাপচারিতার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি ইলা মিত্রের জীবন, রাজনীতি, তেভাগা আন্দোলন নিয়ে নানা তথ্য দিয়ে জীজজজছেন। পাঠকদের জন্য বক্তৃতাটি প্রকাশ করা হলো। ***মতিউর রহমান***

গত সংখ্যার পর— পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রী দল গড়ে উঠল। যুবলীগ আগেই গঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টি এগোতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের কথা আমরা জানি। যুক্তফ্রন্ট গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকা ছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে সেই যুক্তফ্রন্টে গ্রহণ না করলেও তারা পাশে থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা ভাবতে আজ বিস্ময় লাগে যে সেই নির্বাচনে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির নামে বা অন্য কোনো নামে ২৪ জন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। (মতিউর রহমান, 'লাল সালাম', ২০২৫, পৃ. ৬৩)। ১৯৫৪ সালে সেই প্রাদেশিক পরিষদের ভোটে সরদার ফজলুল করিম নির্বাচিত হয়ে পাকিস্তান সংবিধান---সভার সদস্য হয়েছিলেন।

চার.

পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে এবং '৫০ সালের শুরু থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কৃষক আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিয়েছিল। তার পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির সেই উগ্র বামপন্থী হঠকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব ছিল। টঙ্ক আন্দোলনে ময়মনসিংহের গারো অঞ্চল, নানকার প্রথার বিরুদ্ধে সিলেটের বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা এবং তেভাগা আন্দোলনে রাজশাহীর নাচোল অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। নাচোলে সাঁওতালরা তির, ধনুক, বল্লম হাতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে টহল দিতে থাকে। ক্রমশ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। সেই আন্দোলনে সব সম্প্রদায়ের মানুষই ঐক্যবদ্ধ হয়। যদিও সাঁওতালরাই ছিলেন মূল চালিকা শক্তি।

পুলিশ আর সেনাবাহিনী এসে ১২টি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে চলে যায় মানুষ। অনেকে সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কৃষক কর্মীদের ওপরে নেমে আসে চরম নিরাতন। এই সব জঙ্গি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গ্রামের জোতদাররাও মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশের অত্যাচার বাড়ে। এতে সংগ্রামী কৃষকদের ক্ষোভ বেড়ে যায়। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি একজন দারোগা আর তিনজন কনস্টেবল নাচোলের কেন্দুয়ায় টহলে যান। কাউকে না পেয়ে যাকে পান তাঁকেই মারধর শুরু করেন। তখন অত্যাচারিত কৃষকেরা পুলিশ সদস্যদের ঘিরে ফেলে এবং তাদের হাতে চার পুলিশ সদস্য নিহত হন। পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে চলে যায়। ইলা মিত্র, রমেন মিত্র বা অন্যরা কিছু করতে পারেননি। পুলিশ আর সেনাবাহিনী এসে ১২টি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে চলে যায় মানুষ। অনেকে সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কৃষক কর্মীদের ওপরে নেমে আসে চরম নির্যাতন।

ইলা মিত্র এবং তাঁর সঙ্গীরা সীমান্ত পার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভুল পথে চলে যান। শেষ পর্যন্ত পরদিন ৬ জানুয়ারি নাচোলের বহরমপুর রেলস্টেশনে বসে পড়েন। অনেক সাঁওতাল নারীর সঙ্গে মিশে যান ইলা মিত্র। বেশভূষা পরিবর্তন করেন। তবু তিনি ধরা পড়ে যান। গ্রেপ্তারের পর নাচোল থানায় চার দিন ইলা মিত্রের ওপরে চরম অত্যাচার করা হয়। তারপর সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নবাবগঞ্জ থানায়। দফায় দফায় অত্যাচার করা হয় সেখানে। অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। ধর্ষণ করা হয়। চরমভাবে নির্যাতনের পর প্রায় মৃত্যুর মুখে পতিত হলে ২১ জানুয়ারি ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন তাঁর চিকিৎসা চলে। চিকিৎসার পর কিছুটা উন্নতি হলেও সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ভালো হয়নি।

রাজশাহী জেলে থাকাকালে শুরুতে ইলা মিত্রকে এক ঘরে আটকে রাখা হতো। সেখানে কোনো আলো—বাতাস ছিল না। একদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে তিনি জোর করে অন্য মহিলা বন্দীদের ঘরে ঢুকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। জেলে তখন অন্য কমিউনিস্ট নারীরা বন্দী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মনোরমা বসুর কথা ইলা মিত্র বারবার বলেছেন, যাঁর সাহায্যে তিনি কিছুটা সুস্থতার দিকে যেতে থাকেন। তারপরও পুরোপুরি সুস্থ হননি তিনি। একসময় অসুস্থতা চরম পর্যায়ে চলে যায়। তখন তাঁকে রাজশাহী কোর্টে নেওয়া হতো স্ট্রেচারে করে। সেখানে সহবন্দী মনোরমা বসু আর ভানু দেবীর জোরালো পরামর্শে কোর্টে ইলা মিত্র তাঁর ওপর নিরাতন—বর্বরতার সব তথ্য প্রকাশ করে দেন। (মালেকা বেগম, 'ইলা মিত্র: নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী', প্রথমা প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৫৩)।

এসব নিয়ে রাজশাহীসহ সারা দেশে প্রতিবাদ হতে থাকে। ধীরে ধীরে সত্য প্রকাশ পেতে থাকে। এভাবেই ইলা মিত্রের মুক্তির বিষয়টি সামনে চলে আসে। এরপর সরকার বাধ্য হয়ে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে উন্নত চিকিৎসার জন্য। সেখানে আসার পরও চিকিৎসার তেমন উন্নতি হয়নি। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নার্স ও ছাত্ররা সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। বামপন্থী প্রগতিশীল ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক ও নারী কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। তাঁকে উৎসাহিত করেন।

সবার দাবির মুখে ইলা মিত্র প্যারোলে মুক্তি পান। ডা. কে এস আলম তাঁকে সঙ্গে করে কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ হন।

সে সময় ইলা মিত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ইলা মিত্রের ছেলে রণেন মিত্র ও স্বামী রমেন মিত্রকে (তখন তিনি আত্মগোপনে) হাসপাতাল ওয়ার্ডে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়। ইলা মিত্র নীরবে তাঁদের দেখেন।

ভারতের কবিদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও লেখক—সংগঠক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইলা মিত্রকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখেন'পারুল বোন আমার'। ইলা মিত্রকে তিনি সেই কবিতা পাঠ করে শোনান। ঢাকার সেরা কবি—লেখকেরাও তাঁকে সাহস দিতে যান। মুর্তজা বশীর তাঁর ছবি এঁকেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। ফয়েজ আহমেদ তাঁকে নিয়ে গদ্য লিখেছেন। আহমদ রফিকও তাঁকে নিয়ে লিখেছেন। এভাবে ইলা মিত্রকে নিয়ে একটা বড় আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। তাঁর মুক্তির দাবি জোরদার হতে থাকে। ইলা মিত্র কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটেছবি: মার্কস্টি ইন্ডিয়ানার সৌজন্যে তত দিনে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর মুক্তির দাবি ওঠে। বিশেষ করে বামপন্থী প্রগতিশীল দলগুলো এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা তাঁর মুক্তির জন্য জোরালো দাবি তোলেন। মাওলানা ভাসানী তাঁর মুক্তি দাবি করেন। তখন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রদেশের গভর্নর। অবশেষে সবার দাবির মুখে ইলা মিত্র প্যারোলে মুক্তি পান। ডা. কে এস আলম তাঁকে সঙ্গে করে কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ হন।

কলকাতায় চলে যাওয়ার পরও ইলা মিত্র পূর্ববঙ্গের নাগরিক ছিলেন। কলকাতায় দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হলে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। সেই সময় লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তাঁকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে দাবি ওঠে। তারপরও সেটা সহজ ছিল না। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলীর মতো ব্যক্তিরা জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, তাঁর স্বামী রমেন মিত্র যেহেতু একজন ভারতীয় নাগরিক, সেই হিসেবে তাঁর স্ত্রী ইলা মিত্রও ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেন। সুস্থ হয়ে ইলা মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এমএ পাস করেন। তারপর কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। নতুন করে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চারবার তিনি বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) ডেপুটি লিডার ছিলেন। একাধারে ভারতের মহিলা ফেডারেশন জাতীয় পরিষদের সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। আজীবন যুক্ত ছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৫০—৫৪ সালে যেমন পূর্ববঙ্গের কারাগারে, পরে তেমনি পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২, '৭০, '৭১ ও '৭২ সালে তাঁকে বারবার কারাগারে যেতে হয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি রাজনীতি করেছেন, সামাজিক কাজ করেছেন এবং শিক্ষক আন্দোলন করেছেন। বলা যায়, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও বিপ্লবী চেতনা নিয়ে তিনি আজীবন এই সংগ্রামের পথে অবিচল থেকেছেন। এটা সত্য যে সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির উগ্র হঠকারী নীতির কারণে বড় রাজনৈতিক ভুল হয়েছিল। সে জন্য অনেক কমিউনিস্ট নেতা—কর্মীকে অবর্ণনীয় নিরাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারাগারে ও আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। সবকিছুর পরও আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি, সেই পঞ্চাশের দশকে ইলা মিত্রের ওপর নির্যাতনের কাহিনি এবং তাঁর বেঁচে থাকার সাহসী সংগ্রাম পরবর্তীকালে তাঁকে উত্তর—প্রজন্মের জন্য অদম্য সাহস ও মানবাধিকার সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে নারী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন ইলা মিত্র। মানবিক প্রতিরোধ, নারীর মর্যাদা ও সাহসী নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে ইলা মিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা সব সময় অব্যাহত থাকবে। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

8-01-26.pmd 1 08-01-2026, 23:48

বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে রতন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ভুয়ো সরকারি চাকরি কেলেঙ্কারি: দেশজুড়ে ইডির তল্লাশি, তীব্র প্রতিক্রিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারী: ভুয়ো সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে সংগঠিত এক চক্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ১৫টি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি সূত্রে জানা গেছে, এই চক্রটি বহু মানুষকে চাকরির লোভ দেখিয়ে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ। তল্লাশি চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক)-এর প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন, যেখানে ইডি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই অভিযান ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি)-এর পক্ষ থেকে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রাজ্যের শাসক দল অভিযোগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করছে।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সরাসরি আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, "ইডির কি কাজ, অমিত শাহ, দলের হার্ড ডিস্ক বা প্রার্থী তালিকা সংগ্রহ করা?"

মমতার আরও অভিযোগ, "যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশ রক্ষা করতে পারেন না, তিনি আমার দলের সব নথি নিয়ে যাচ্ছেন। আমি যদি বিজেপি পার্টি অফিসে অভিযান চালাই, তাহলে কী ফল হবে?"

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "একদিকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে নির্বাচনের কারণে আমার দলের সব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।"

টিএমসি-র আইটি প্রধানের বাড়িতে ইডি হানাকে "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক" বলে উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা আইন প্রয়োগ নয়, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কোন যুক্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের আইটি প্রধানদের বাড়িতে অভিযান চালান?"

অন্যদিকে, ইডি জানিয়েছে, ভুয়ো চাকরি চক্র সংক্রান্ত চলমান তদন্তের অংশ হিসেবেই এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং এর পিছনে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।

আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি, মমতার দাবি' ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। বুধবার, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশল নিয়ে গোপন নথি চুরি করার অভিযোগ তুলে সল্টলেকের আইপ্যাকের অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে অভিযান চালায়।তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, "এটা শুধুই রাজনৈতিক হেনস্থা এবং অপতৎপরতা। আমাদের দলের নির্বাচনী কৌশল, দলীয় নথি, এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো চুরি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।" তিনি আরও বলেন, "বিজেপি বড় ডাকাত। আমাদের কাগজপত্র, অর্থনৈতিক তথ্য, হার্ড ডিস্ক সব কিছু নিয়ে নিয়েছে।"

প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে, তারপর সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছে গিয়ে মমতা অভিযোগ করেন, "এরা (ইডি) আমাদের ভোটের কৌশল চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের শত্রুদের সাহায্য করতে তারা এত নিচে নেমেছে।"

এদিন মমতা আরও বলেন, "এই অভিযান শুধু আইপ্যাকের অফিসে নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও চলছে। নির্বাচনী কৌশল ছিনতাই করতে গিয়ে তারা আমাদের দলীয় তথ্য সংগ্রহ করছে। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধাননগর পুলিশে একটি এফআইআর দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানান, নথি চুরির অভিযোগে এফআইআর করা হবে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী আইপ্যাকের অফিসে দীর্ঘ সময় বসে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতীক জৈন এসে অফিসে সেটেল না করছেন, আমি এখানেই বসে থাকব।"

মমতা এই অভিযানকে 'অপরাধ' বলেও আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, "আমরা জানি না কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি এত নিচে নেমে যাবে। এখন আর লড়াই করার সাহস নেই, তাই তারা লুটপাট শুরু করেছে।"তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। মমতা বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্য জুড়ে সব ব্লকে মিছিল হবে, ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল হবে। আমরা লুটের বিরুদ্ধে লড়াই করব।"

তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে আরও বলেন, "যদি আমি বিজেপির পার্টি অফিসে হানা দিই, সেটা কি ঠিক হবে?"এভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইপ্যাকের অফিসে এবং সেখানকার কর্ণধারের বাড়িতে ইডির তল্লাশি নিয়ে শোচনীয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করেন।

CORRIGENDUM

In reference to PNIT No.17/SBM/NP/DEV/2025-26, Dated-30.12.2025, it is for kind information to all concern that the technical specifications regarding supply of LED display screen under above PNIT has been modified. Please read the technical specifications regarding supply of LED display screen as mentioned in column No.1 instead of in column No.2.

Other terms and conditions will remain same.

Requirement overview	Modified Technical specification Column-1	Existing Technical specification Column-2
Supply of LED Display Screen.	Frame Size:- 14.26ft(W) x 9.16 ft(H), Acrylic Fabrication with CM & MS Structure. Display size:- 12.6 ft x 7.5 ft. Led pixel:- P-6/P-5. Brightness:- 4800-5000 Nits. Screen Refresh Rate:- 1920HZ. PCB Controller:- Best Quality. Controller Card Electric:- 40A,5V. MS Cabinet:- 8 sbs-960x1152MM. Software:- Wise Solutions & NOVA STAR.	Size:- 10ft(W) x 08ft(H). LED pixel & model:- P10 6s (Outdoor). LED Type:- SMD (3 in 1). Driver IC:- ICN 2038s. Refresh Rate:- ≥1920. Brightness:- ≥5000 c.d./m2. Software:- NOVA STAR.

ICA/C/ 3759/26

Executive Officer
Sabroom Nagar Panchayat Sabroom, South Tripura

খোয়াই জেলাভিত্তিক মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ জানুয়ারি: খোয়াই অফিসটিলাস্থিত জিলা পরিষদ কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে আজ দ্বিতীয় খোয়াই জেলা ভিত্তিক মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা এসসি কর্পোরেশন ও কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুকূল দাস, খোয়াই জেলার জেলাশাসক রাজত পন্থ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা এবং খোয়াই ব্লক এসসি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলা মৎস্য দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর বিজয় কুমার ঘোষ।

উৎসবের উদ্বোধন করে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, রাজ্যে মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এই চাহিদা পূরণে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। মৎস্য চাষকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে এবং মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকার বিভিন্নভাবে মৎস্য চাষীদের উৎসাহিত করছে। সুসংহত উপায়ে মৎস্য চাষের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন দ্বিগুণ করে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, মানুষের কল্যাণে সরকার সুপরিকল্পিতভাবে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্য চাষের উন্নয়নেও ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছে। নিজের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মাছ চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য তিনি মৎস্য চাষিদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের ৬ জন মৎস্য চাষিকে আদর্শ মৎস্য চাষী হিসেবে সম্মানিত করা হয়। জেলা ভিত্তিক এই মৎস্য উৎসবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, টিআরএলএম, কৃষি দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, খোয়াই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর ও এনজিওর প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

ঘন কুয়াশায় যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা দেয় বিএসএফের গাড়ি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: ঘন কুয়াশার জেরে ফের সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল বিশালগড়ে। বিশালগড় থানাধীন জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাসে ধাক্কা দেয় বিএসএফের একটি গাড়ি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম ছিল। সেই সময় সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবাহী বাসটি দেখতে না পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিএসএফের গাড়িটি বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের ফলে বাস ও বিএসএফের গাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

CANCELLATION OF TENDER (AGAINST PNIeT No. 24/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26)

Due to unavoidable circumstances the tender in respect of SL. No. 01 & 02 of PNIET No. 24/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26 circulated vide this office Memo. No. published in the website F.7(05)/EE/DWS/DIVN/SBM/7019-7079, Dt.: 25.11.2025 www.tripuratenders.gov.in on 25.11.2025, is hereby CANCELLED.

ICA/C/3758/26

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA. (Er. RD Barma) Executive Engineer DWS Division, Sabroom South Tripura District

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXXII/EE/RD/STB/2025-26, Dated- 07/01/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 15/01/2026 for 01 (One) No Construction work & 01 (One) No Ancillary work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in_and contact at M-9774388810. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/3771/26

Executive Engineer RD Santirbazar Division Santirbazar, South Tripura

AFFIDAVIT

আমি, Shila Pal w/o Sri Braja Kishor Pal, ধলেশ্বরের বাসিন্দা, ৭নম্বর রোড, জাগৃতি ক্লাবের কাছে, পোস্ট- ধলেশ্বর, থানা পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, রাজ্য- ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৭, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম SHILA PAL থেকে Sheela Pal এ পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি সর্বোপরি Smt. Sheela Pal নামে পরিচিত থাকব, হলফনামা নং ১৪/জানুয়ারী/২৬ ইং, ত্রিপুরা সরকারের আগরতলায় নোটারি পাবলিকের সামনে ০২/০১/২০২৬ ইং তারিখে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। Smt. Sheela Pal এবং Shila Pal উভয়ই একই ব্যক্তি।

কলকাতায় আইপ্যাকের অফিসে ইডির অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: কলকাতায় আইপ্যাকের সল্টলেক দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে কয়লা পাচার মামলার তদন্তে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি অভিযান চালায়। এর ফলে সারা শহরে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইডি-এর অভিযান শুরু হওয়ার পরপরই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীকের বাড়িতে পৌঁছান এবং কিছু নথি নিয়ে বেরিয়ে যান। পরে, তিনি আইপ্যাকের দপ্তরেও যান এবং সেখান থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে বেরিয়ে আসেন। মমতার দাবি, ওই নথিগুলি তাঁর দলের দলীয় নথি, এবং তিনি সেগুলি নিয়ে যাচ্ছেন। তবে ইডি এই ঘটনাকে তদন্তে বাধা দেওয়ার শামিল হিসেবে দেখছে এবং তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

এ ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টে ইডি মামলা দায়ের করেছে। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের কাছে তারা মামলা দায়েরের অনুমতি পেয়েছে এবং শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'ইডি অভিযান করিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যাতে তৃণমূলের গোপন তথ্য এবং প্রার্থী তালিকা চুরি করা যায়।' তাঁর দাবি, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আমার দলের আইটি দপ্তরে অভিযান চালানো হয়েছে এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরির চেষ্টা করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "এগুলি আমার দলের। আমি এগুলি নিয়ে যাচ্ছি।"

তবে, দিল্লির ইডি দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালে দায়ের হওয়া কয়লা পাচার মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। তাদের দাবি, এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই এবং কোনো রাজনৈতিক কার্যালয়ে অভিযান করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ তুলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইডি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তল্লাশি চলাকালীন পুলিশ তাদের সহায়তা করেছে এবং তল্লাশি সুষ্ঠুভাবে চলছে। ইডির দাবি, এই অভিযান নির্বাচন কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়নি। তবে, মমতার বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে, ইডির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সল্টলেকের অফিসে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নথি নিয়ে গেছেন, তা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টের আগামী শুনানিতে সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

মণিপুর সহিংসতা: ৪৮ মিনিটের অডিও ক্লিপের ফরেনসিক পরীক্ষার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: মণিপুরের ২০২৩ সালের জাতিগত সহিংসতায় সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের ভূমিকা নিয়ে একটি ৪৮ মিনিটের অডিও ক্লিপের ফরেনসিক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে যে পুরো অডিও ক্লিপটি গুজরাটের ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, গান্ধীনগর-এ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

আদালতের বেঞ্চে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং কেএ বিনোদ চন্দ্রাণ ছিলেন। তারা বলেন, 'প্রত্যেকটি অডিও রেকর্ডিং, যা পিটিশনারের আইনজীবী কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে, তা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য এনএফএসইউ-তে পাঠানো হবে।'

এছাড়া আদালত এনএফএসইউ-কে প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে এবং একটি সিলমোহর করা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

পিটিশনার কুকি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস ট্রাস্টের আইনজীবী প্রসান্ত ভূষণ আদালতে বলেন, বিষয়টি গত ১০টি শুনানির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে পিটিশনে ৪৮ মিনিটের পুরো কথোপকথনের ট্রান্সক্রিপ্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অডিও ক্লিপটি সরবরাহ করা হয়েছে।মণিপুর সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটী জানান, রাজ্য সরকার পুরো অডিও রেকর্ডিং শুধুমাত্র গত শুনানি পরবর্তী সময়ে পেয়েছে।গত ১৫ ডিসেম্বর আদালত প্রশ্ন করেছিল কেন পুরো অডিও ক্লিপ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়নি। আদালত বলেছিল, 'পিটিশনারদের হলফনামায় আমাদের কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে শুধু নির্দিষ্ট অংশ পাঠানো হয়েছে।'

CONFISCATION PROCEEDING CASE SUMMARY

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU Pecharthal, the Offence Report No.12/FPU-PTL/2025-26 dated, 09.12.2025 and his office letter No.F.03/FPU-PTL/2025-26/100-101 dated, 10.12.2025 that on 09.12.2025 at about 3:30 PM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-02J-1712, Chassis No.KIC27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal with loaded over 3.528 cum firewood without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU Pechartha has checked and seized the said vehicle bearing registration No.TR-023-1712, Chassis No.KIC27647, Engine No.KIC37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-023-1712, Chassis No.K1C27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 4, 42, 51, 52 & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

AND WHEREAS, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has preferred his/ her authorized ownership and claimed over, the vehicle bearing registration No.TR-02J-1712, Chassis No.K1C27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) by submitting documents against said seized vehicle in support of her/ his claim.

Whereas, one person named, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has preferred his/her claim as owner over the said vehicle bearing Registration No. TR-02J-1712 by submitted the photocopies of the documents of the said vehicle in support of his/her claim.

Therefore, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura was served upon a hearing notice to appear before the authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on 07/01/2026 in the chamber of the undersigned alongwith all relevant original documents supporting lawful ownership of the said vehicle No.TR-02J-1712 and to show cause as to why the said seized vehicle shall not be confiscated to the Govt. of Tripura for the use of the vehicle in commission of Forest Offence under rules framed under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 failing which the decision regarding confiscation of the vehicle bearing No.TR-02J-1712 will be taken ex-parte.

Whereas, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has appeared on 07/01/2026 for hearing and confessed his/ her guilty and submitted his written statement with prayer of compounding and stated above illegal carrying firewood over 3.528 cum of Forest Produce without valid proper documents and promise not to commit such offence in future. She also stated that the forest offence committed by his/her driver without his knowledge.

ORDER

Considering the facts & circumstances of the case and considering the commitment given by the owner, in her/ his statement of the seized vehicle that she/he would not commit such mistake in future and considering her/his prayer on the above condition, the case may be compounded on realization of Rs.35,000/- (Rupees thirty five thousand) only as valuation and Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only as compensation within 30 (thirty) days.

The vehicle will be released on realization of the amount and after taking proper receipt of its legal owner. If she/ he does not deposit the amount with prescribed period mentioned above, the confiscation shall be resumed without any delay. All forest produce are to be confiscated and disposed as per law by the RO, Pecharthal Range after proper handing/ taking over from the In- charge FPU, Pecharthal.

Issued under my Seal and Signature on this day. _07/01/2026.

ICA/D/1795/25

[A. Datta, TPS]
Authorized Officer [SDFO, Kumarghat]

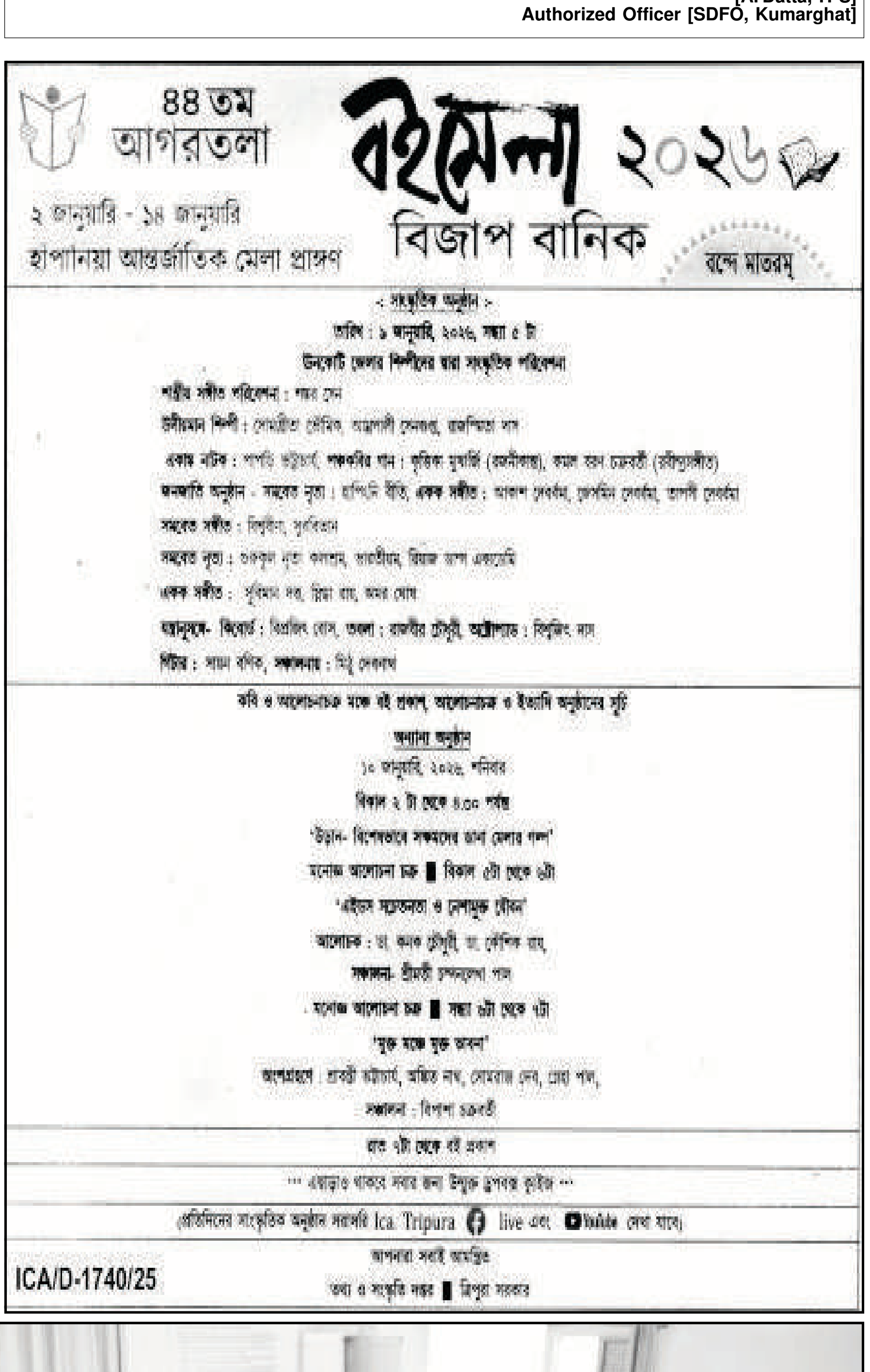

বৃহস্পতিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে সুদীপ রায়ের উপস্থিতিতে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

হৃদয়ের হিসাব

শ্রীনগর গ্রামটি আজ যতটা স্থির ও পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এক সময় তাহা ছিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন গ্রামের মানুষের মন ছিল ক্লান্ত, ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দিন অতিবাহিত হইত কোনোরূপে, আর রাত্রি আসিত অনিশ্চয়তার সঙ্গে। শিক্ষার আলো তখন অতি অল্প কয়েকটি গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই গ্রামেই কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল রায় বাড়িযাহা কেবল একটি গৃহ নহে, বরং সময়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া গঠিত এক অটুট বিশ্বাস।

রায় বাড়ির কর্তা শশাঙ্কশেখর রায় তখন ধনবান ছিলেন না। দশ-বারো বৎসর পূর্বেকার কথা। তাঁহার আয় ছিল সীমিত, সংসার ছিল দুঃখে পরিবেষ্টিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল শৃঙ্খলা ও সততা। প্রতিটি পয়সার হিসাব তিনি নিজ হস্তে রক্ষা করিতেন। তাঁহার পত্নী কমলিনী দেবী ছিলেন শিক্ষিতা ও শান্ত স্বভাবের নারী। অভাব তাঁহাকে কখনও কঠোর করিতে পারে নাই; বরং তাহা তাঁহার চরিত্রকে অধিক দৃঢ় করিয়াছিল। সন্তানদের মানুষ করিবার সময় তিনি কখনও অর্থকে অগ্রাধিকার দেন নাই, শিক্ষাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের তিন পুত্রঅচিন্ত্য, শরৎচন্দ্র ও নীরদকান্ততিনজনের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মনের ভাব ছিল এক। অচিন্ত্য শৈশবকাল হইতেই অধ্যয়নে মনোযোগী ছিল। দরিদ্র মানুষের দুঃখ তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিত। সেই বেদনাই তাহাকে চিকিৎসক হইবার পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র গ্রন্থের মধ্যে মানুষকে আবিষ্কার করিত। সে বিশ্বাস করিত, শিক্ষা কেবল জীবিকার উপায় নহে, শিক্ষা মানেই আলো। আর নীরদকান্ত ছিল হিসেবি ও বিচক্ষণ। সে জানিত, সততার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা সমাজের ক্ষতি করে না, বরং কল্যাণ সাধন করে।

ক্রমে সময়ের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। অচিন্ত্য কলকাতা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিল এবং গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াইল। সে কখনও রোগীর ধর্ম দেখেনি, কখনও তাহার সামর্থ্য বিচার করেনি। শরৎচন্দ্র গ্রামের বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। পাঠ্যগ্রন্থের সহিত সহিত সে ছাত্রদের শুদ্ধ বাক্য, শুদ্ধ চিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের শিক্ষাও প্রদান করিতে লাগিল। নীরদকান্ত ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইল। অল্প লাভেই সে সন্তুষ্ট থাকিত, কিন্তু কখনও কারও সহিত অসৎ আচরণ করিত না। ধীরে ধীরে রায় বাড়ির নাম গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিলএই বাড়ির উপর বিশ্বাস রাখা যায়।

রায় বাড়িতে যাহারা কর্মরত ছিল, তাহারাও ক্রমে শিক্ষিত হইয়া উঠিল। মধুসূদন নীরদকান্তের পাশে বসিয়া হিসাব রাখিতে শিখিল। হরিপদ শরৎচন্দ্রের উৎসাহে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠদান করিতে শুরু করিল। রামেশ্বরী ও গৌরী গৃহকার্য সামলাইবার অবসরে অবসরে পড়িতে শিখিল। রায় বাড়িতে কর্ম করা মানেই কেবল শ্রমদান নহে, মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করা।

এই সময়ে শ্রীনগরের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পরিবার ছিল খান পরিবার। মুসলমান জমিদার পরিবারটি বহুদিন ধরিয়া ভয় ও ক্ষমতার দ্বারা গ্রাম শাসন করিয়া আসিতেছিল। ইসমাইল খান ছিলেন সেই পরিবারের কর্তা। তাঁহার পুত্রদ্বয়সালাম ও রশিদক্ষমতাকে উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করিত। রায় বাড়ির উন্নতি তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। এক সময়ের দরিদ্র পরিবার আজ সম্মান লাভ করিতেছেএই সত্য তাহাদের অন্তরে হিংসার অগ্নি প্রজ্বালিত করিল।

খান পরিবারের তরফ হইতে নানাবিধ বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল। নীরদকান্তের ব্যবসায় ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা হইল। রাত্রিকালে রায় বাড়ির লোকদের ভীত করিবার চেষ্টা চলিল। একদিন অচিন্ত্য বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করায় পথে তাহার উপর আক্রমণও সংঘটিত হইল। কিন্তু রায় বাড়ির কেহই পাল্টা আঘাত করিল না। শশাঙ্কশেখর রায় বলিতেন, "আমরা যদি ভয়ের পথেই চলি, তবে আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য কোথায় থাকিবে?" গ্রামের মানুষ সকল কিছু লক্ষ্য করিতেছিল। তাহারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিলশক্তির প্রকৃত রূপ কী। একদিকে ভয়, অন্যদিকে বিশ্বাস। অচিরেই মানুষের মন রায় বাড়ির প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। খান পরিবারের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল। রায় বাড়ির হিসাব ছিল নিখুঁত। পয়সার পর পয়সা খাতার সহিত মিলিত হইত। কিন্তু একদিন এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহা এই পরিবারের ইতিহাসে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। বৃহৎ অঙ্কের একটি হিসাব মিলিত হইল না। পঁচাত্তর হাজার টাকা ঘাটতি রহিল। এই ঘটনায় গৃহের সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িল। নীরদকান্ত বারংবার হিসাব মিলাইয়া দেখিল। শরৎচন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অচিন্ত্য পিতার মুখাবয়ব দেখিয়া বুঝিলএই ভুল কেবল অর্থের নহে, সম্মানেরও। অবশেষে শশাঙ্কশেখর রায় শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভুলটি আমারই।"

এই বাক্য যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় গৃহের উপর পতিত হইল। কারণ এই ব্যক্তির জীবনে হিসেবের ভুল কখনও দেখা যায় নাই। সংবাদ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। খান পরিবারের লোকেরা মনে মনে আনন্দ লাভ করিল। তাহারা ভাবিলঅবশেষে রায় বাড়ির ভিত নড়িয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু যাহা ঘটিল, তাহা কেহ কল্পনাও করে নাই। গ্রামের মানুষ একে একে রায় বাড়িতে উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, পূর্বেকার দেনা শোধ করিতে ভুল করিয়াছিল। কেহ বলিল, ভুলবশত অধিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল। কেহ বলিল, এখন তাহার পক্ষে সহায়তা করা সম্ভব। তিন দিনের মধ্যেই পঁচাত্তর হাজার টাকার হিসাব সম্পূর্ণ মিলিয়া গেল।

সেই দিন শশাঙ্কশেখর রায় উপলব্ধি করিলেনজীবনের প্রকৃত হিসাব কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে না, তাহা মানুষের হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে।

এই ঘটনার পর খান পরিবারের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে লাগিল। ভূমি বিক্রি হইল, লোকজন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। একদিন রশিদ হোসেন অসুস্থ মাতাকে লইয়া রায় বাড়িতে আগমন করিল। রায় বাড়ির কেহই তাহাকে ফিরাইয়া দিল না। অচিন্ত্য তাহাকে নিজ মাতার ন্যায় যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিল।

সেই সন্ধ্যায় শশাঙ্কশেখর রায় প্রার্থনারত অবস্থায় মনে মনে চিন্তা করিলেনধর্ম কেবল উপাসনা নহে, ধর্ম মানে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ঈশ্বর হয়তো মন্দির বা মসজিদে সীমাবদ্ধ নন, ঈশ্বর মানুষের বিবেকেই অধিষ্ঠান করেন।

ইসমাইল খানের রায় বাড়ির প্রতি হিংসা তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলেনএই হিংসার ফলেই তাহার জীবন শূন্যতায় পর্যবসিত হইয়াছে। একসময় সে ভাবিত, তাহার কথাতেই সমগ্র গ্রাম চলিবে, তাহার ধর্মই সকলের উপর প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ তাহাকে শত্রুর ন্যায় দেখিতে শুরু করিল। এক রাত্রে গ্রামের লোকসমূহ একত্রিত হইয়া ইসমাইল খান, তাহার পুত্র সালাম রহমান ও পত্নী রেহেনা খাতুনকে গ্রাম ত্যাগে বাধ্য করিল। এই ঘটনায় রায় পরিবার গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিলেও, গ্রামের মানুষের ভালোবাসার প্রবল স্রোতে খান পরিবারের স্মৃতি অচিরেই ম্লান হইয়া গেল।

আজ শ্রীনগর গ্রাম রায় বাড়িকে ভালোবাসে। কারণ তাহারা ধীরে ধীরে ধনী হইয়াছে, কিন্তু মানুষের হিসাব কখনও ভুল করে নাই। রায় বাড়ির ইতিহাসে একটি মাত্র ভুল ছিল, কিন্তু সেই ভুলই তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইয়া রহিলসব হিসাব খাতায় লেখা যায় না, কিছু হিসাব হৃদয়ের গভীরে লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

লেখক পরিচিত:
সন্দীপ মজুমদার বর্তমানে মেলাঘর ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি ছাত্র। জন্ম :-২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর (১৪১৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র)। পিতা :- শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মজুমদার, মাতা:- শ্রীমতি মধুশ্রী মজুমদার। পিতামহ :- ডঃ মিহির কান্তি মজুমদার। লেখার প্রতি আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। তার সাহিত্যকর্ম সাধারণ ভাষায় লেখা এবং সাধারন জীবনযাত্রা নিয়েই লেখা।

চালের গুঁড়ো ছাড়াও তৈরি করা যায় তুলতুলে পাটিসাপটা

চিন্তার কিছু নেই! চালের গুঁড়ো ছাড়াও ময়দা ও সুজি দিয়ে খুব সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় দোকানের মতো মোলায়েম পাটিসাপটা। এই পিঠে ঠান্ডা হওয়ার পরও থাকবে নরম। জেনে নিন তৈরির সহজ পদ্ধতি। মকর সংক্রান্তি মানেই পিঠে-পুলির রমরমা। বাঙালির শীতকালীন উদযাপনে পাটিসাপটা থাকবে না, তা যেন ভাবাই যায় না। তবে ব্যস্ত জীবন আর চালের গুঁড়ো জোগাড় করার ঝক্কিতে অনেকেই পিঠে বানানো থেকে বিরত থাকেন। চিন্তার কিছু নেই! চালের গুঁড়ো ছাড়াও ময়দা ও সুজি দিয়ে খুব সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় দোকানের মতো মোলায়েম পাটিসাপটা। এই পিঠে ঠান্ডা হওয়ার পরও থাকবে নরম। জেনে নিন তৈরির সহজ পদ্ধতি।

উপকরণ যা যা লাগবে এই বিশেষ পাটিসাপটা বানাতে আপনার হেঁশেলের সাধারণ কিছু সামগ্রীই যথেষ্ট:

ময়দা: ২ কাপ
সুজি: ১ কাপ (মিহি দানা হলে ভালো হয়)
চিনি বা গুড়: স্বাদমতো (ব্যাটারের জন্য)
দুধ: পরিমাণমতো (ব্যাটার তৈরির জন্য)
লবণ: এক চিমটি
পুর তৈরির জন্য: ক্ষীর, সন্দেশ অথবা নারকেল কোরা ও গুড়ের পুর।

প্রস্তুতির ধাপসমূহ: ব্যাটার তৈরি: প্রথমে একটি বড় পাত্রে ময়দা, সুজি এবং এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এবার তাতে অল্প অল্প করে ইষদুষ্ণ দুধ দিয়ে একটি মসৃণ ব্যাটার বা গোলা তৈরি করুন। খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো দলা পাকিয়ে না থাকে। মিষ্টির জন্য এতে সামান্য চিনির গুঁড়ো বা নলেন গুড় মিশিয়ে নিতে পারেন। চালের গুঁড়ো নেই বলে এই ধাপে সুজিকে ভিজিয়ে রাখা জরুরি। ব্যাটারটি ঢাকা দিয়ে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। এতে সুজি ভিজে ফুলে উঠবে এবং পিঠে অনেক বেশি নরম হবে। পুর তৈরি: ব্যাটারটি যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই সময়ে ক্ষীর বা নারকেলের পুর তৈরি করে নিন। যদি হাতে সময় কম থাকে, তবে দোকান থেকে আনা নরম পাকের সন্দেশও পুর হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পিঠে ভাজা: একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য ঘি বা তেল ব্রাশ করে নিন। প্যান গরম হলে এক হাতা গোলা দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিন। উপরের অংশ শুকিয়ে এলে একপাশে পুর রেখে সাবধানে মুড়িয়ে নিন বা রোল করুন। কেন এই পাটিসাপটা সেরা? রন্ধন বিশেষজ্ঞদের মতে, চালের গুঁড়োর পাটিসাপটা অনেক সময় ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ময়দা ও সুজির মিশ্রণে তৈরি এই পিঠে দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে এবং ভাজার সময় প্যানে আটকে যাওয়ার ভয় থাকে না। ব্যাটার যদি খুব ঘন হয়ে যায়, তবে ভাজার আগে সামান্য দুধ মিশিয়ে পাতলা করে নিন। আর পিঠে ভাজার সময় আঁচ সব সময় মাঝারি বা লো-তে রাখবেন।

মাথা ব্যথাকে অবজ্ঞা করে বিপদ ডেকে আনছেন না তো

চিকিৎসকরা বলছেন, থান্ডারক্লাপ হেডেক হল মারাত্মক মাথা বথা যা মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই ভয়ানক রূপ নেয়। যার জেরে তীব্র মাথাবথা , খিঁচুনি, জ্বর, দৃষ্টির সমসা , বমি ভাব, ঘাড় শক্ত হওয়া, দূর্বলতা, অসাড়তার মত সমসা হতে পারে। এইরকম কোনো সমসা হলে অবহেলা না করে চট করে যাবেন ডাক্তারের কাছে। মন খারাপে মাথা বথা। কাজের চাপ বা বসের বকুনিতে মাথা বথা। আবার নিতদিনের যাতায়াতেও গাড়ি আসতে দেরি হলে হয় মাথা বথা। পড়াশোনার চাপ হোক বা কাজের চাপ মাথা বথা রোজের সাথী। রোজই যে সঙ্গে থাকে তাকে আর কে পাত্তা দেয় তাই তো? পাত্তা না দিয়ে ডেকে আনছেন না তো বিপদ?

জানেন আপনার সামান মাথা বথাও ডেকে আনতে পারে ঘোর বিপদ? মাইগ্রেন বা টেনশন থেকে শুরু করে স্ট্রোক ও আরও ভয়ানক সমসার লক্ষণ আপনার কাছে যা সামান মাথা বথা। সাধারণত কী কী কারণে হয় এই মাথাবথা? মানসিক চাপে, ক্লান্তিতে, কম ঘুমালে,জল কম খেলে,মাইগ্রেনের সমসায় ,তীব্র আলো আওয়াজে, অতিরিক্ত গরমে মাথা বথা হয়ে থাকে। হালকা মাথাবথা থেকে মুক্তি পাবেন কিছু ঘরোয়া টোটকা মেনে চললেই। রাতে বেশি ঘুমান, পরিমাণমত জল খান, ঠান্ডা সেঁক নিন, আদা চা খান, হালকা স্ট্রেচিং করলেও আরাম পাবেন। কখন বুঝবেন ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন? চিকিৎসকরা বলছেন, থান্ডারক্লাপ হেডেক হল মারাত্মক মাথা বথা যা মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই ভয়ানক রূপ নেয়। যার জেরে তীব্র মাথাবথা , খিঁচুনি, জ্বর, দৃষ্টির সমসা , বমি ভাব, ঘাড় শক্ত হওয়া, দূর্বলতা,অসাড়তার মত সমসা হতে পারে। এইরকম কোনো সমসা হলে অবহেলা না করে চট করে যাবেন ডাক্তারের কাছে। ভয়ানক এই মাথাবথার কারণ জানেন? মাথায় রক্তপাত হলে,মাথার রক্তনালী ফেটে গেলে, সেরিব্রাল স্ট্রোক হলে, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড লিক করলে,মারাত্মক উচ্চচাপ হলে থান্ডারক্লাপ হেডেক হতে পারে। ছোটোবেলার চোট বা সামান চোটও পরবর্তীকালে সাংঘাতিক আকার নিতে পারে। তাই সামান চোটকেও অবহেলা করবেন না। শিশুদের মাথায় চোট লাগলে তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে বাবা মায়েদের উচিৎ দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া। তাই এবার থেকে নিজের এবং পরিবার পরিজনদের মাথার সমসা আর অবহেলা না করে মাথার যত্ন নিন আজ থেকেই।

হাতে ফোন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রলিং নষ্ট করে ঘুম

সোশাল মিডিয়ার জৌলুস ভীষণভাবে আকৃষ্ট করছে তরুণদের। তাদের কাছে সোশাল মিডিয়াই বাস্তব। স্ক্রল করতে করতে বহু লোভনীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তাঁরা। হারিয়ে ফেলছে ঠিক, ভুল, যাচাই করার ক্ষমতা। রাতে ফোন স্ক্রলিং নষ্ট করে ঘুম। আর কম ঘুমের জন বাড়ছে মেজাজ খারাপ,মন খারাপ ও ডিপ্রেশনের ঝুঁকি। বিশেষজ্ঞদের মতে বিষয়টা একমুখী নয়। কেউ ডিপ্রেশনের কারণে বেশি স্ক্রল করছেন ,আবার কেউ অতিরিক্ত স্ক্রলিং করে পড়ছেন ডিপ্রেশনের কবলে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আপনার প্রথম কাজ কী থাকে? ঘুম থেকে উঠেই চট করে নিয়ে নেন তো হাতের মুঠোয় মুঠোফোন? তারপর প্রয়োজনীয় মেসেজ দেখার অছিলায় ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রলিং,ভুলেই যান আদতে কেন হাতে নিয়েছিলেন মোবাইল? আপনার দীর্ঘক্ষণের স্ক্রলিং ডেকে আনছে না তো ঘোর বিপদ?

এক গবেষণা বলছে স্মার্টফোন আনছে তীব্র বিষণ্ণতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মুলত অল্পবয়সীদের মধে এই সমসা বেশি দেখা যাচ্ছে। অল্পবয়সীরা বেশি আসক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনলাইন সংযোগ ব্যক্তিগত সংযোগের তুলনায় কম শান্তি দেয়। সোশাল মিডিয়ায় স্ক্রল করার সময় মস্তিষ্কে সাময়িক আনন্দের হরমোন 'ডোপামিন' নিঃসৃত হয়। কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। দীর্ঘ সময় স্ক্রল করলে ক্লান্ত লাগে, অস্থিরতা বাড়ে এবং তার সঙ্গে বাড়ে মন খারাপের প্রবণতা।

অনলাইনে সারাদিন মশগুল থাকার দরুণ তরুণরা পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ ডিপ্রেশন গ্রাস করছে তাঁদের। ঠিক কিভাবে কিশোর-কিশোরিদের ওপর প্রভাব ফেলছে সোশাল মিডিয়া? সোশাল মিডিয়ায় অন্যদের 'পারফেক্ট লাইফ' দেখলে অনেকেই নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা শুরু করেন যা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিয়ে ডিপ্রেশনের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ার জৌলুস ভীষণভাবে আকৃষ্ট করছে তরুণদের। তাদের কাছে সোশাল মিডিয়াই বাস্তব। স্ক্রল করতে করতে বহু লোভনীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তাঁরা। হারিয়ে ফেলছে ঠিক, ভুল, যাচাই করার ক্ষমতা। রাতে ফোন স্ক্রলিং নষ্ট করে ঘুম। আর কম ঘুমের জন বাড়ছে মেজাজ খারাপ,মন খারাপ ও ডিপ্রেশনের ঝুঁকি। বিশেষজ্ঞদের মতে বিষয়টা একমুখী নয়। কেউ ডিপ্রেশনের কারণে বেশি স্ক্রল করছেন ,আবার কেউ অতিরিক্ত স্ক্রলিং করে পড়ছেন ডিপ্রেশনের কবলে। কিভাবে মুক্তি পাবেন এই সমসা থেকে ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ফোন ব্যবহার করবেন না, ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে ফোন ব্যবহার বন্ধ রাখুন,অবসর সময়ে হাঁটুন,বই পড়ুন বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান, সমসা বুঝলে প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায নিন।

ভুঁড়ি কমাতে অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুম জরুরি

ভুঁড়ি কমাতে অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুম জরুরি। তার কম ঘুমাচ্ছেন? তাহলে ভুঁড়ি কমানোর আশা ছাড়ুন। শুধু হাঁটলে বা কার্ডিও করলেই হবে না। ভুঁড়ি কমাতে মাসলকে সচল করতে হবে। হালকা স্কোয়াট , প্লান ,কোর স্ট্রেনথের ব্যায়াম না করলে পেটের চর্বি সহজে কমে না। মহিলাদের PCOD –PCOS সমসা থাকলে ভুঁড়ি কমানো বেশ চাপের। মহিলারা সব মেনেও ওজন না কমলে PCOD ,PCOS রয়েছে কিনা জানুন। অনেক মাস ধরে একই ডায়েট ফলো করলে আজই বদলান। ডায়েট করছেন? ওজন তো কমছে, ভুঁড়ি কমছে না? শুধু একটু ভুঁড়ি কমাবেন বলে খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ,সময়,সব মানছেন ছেড়েই দিয়েছেন জাঙ্ক ফুড তাও চিন্তায় আছেন ভুঁড়ি কমা নিয়ে? জানুন ডায়েটের সঙ্গে কী কী মানলে কমবে ভুঁড়ি। ভুঁড়ি কমাতে গেলে আগে জানতে হবে পেটে বেশি মেদ কেন বাড়ে। অনেকেরই ভুল ধারণা বেশি খেলেই ভুঁড়ি বাড়ে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুঁড়ি বাড়ার পিছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। স্ট্রেস , হরমোনের তারতম , ঘুম কম, লাইফস্টাইল সব কিছুই ভুঁড়ি বাড়ার কারণ। তাই শুধু প্লেট ছোট করলেই ভুঁড়ি ছোট হবেএই ধারণা ভুল। আপনি কম খাচ্ছেন, কিন্তু সারাক্ষণ টেনশন? অফিসের চাপ, সংসারের চিন্তা বা ভবিষ্যতের ভয়এই নিয়েই আছেন? তাহলে কর্টিসল হরমোন নিঃসৃত হবে। এই হরমোন সরাসরি পেটের চারপাশে মেদ জমাতে সাহায্য করে। আবার অনেকে ডায়েটের কথা ভেবে প্রোটিন কমিয়ে দেয়। ফলে শরীর বাঁচাতে গিয়ে মেটাবলিজম কমে যায়। এতে শরীর ভাবে, খাবার কমমেদ জমিয়ে রাখো। আর সেই মেদ সবচেয়ে আগে জমে পেটে। কম ঘুমও পেটে মেদ বাড়ার কারণ। ভুঁড়ি কমাতে অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুম জরুরি। তার কম ঘুমাচ্ছেন? তাহলে ভুঁড়ি কমানোর আশা ছাড়ুন। শুধু হাঁটলে বা কার্ডিও করলেই হবে না। ভুঁড়ি কমাতে মাসলকে সচল করতে হবে। হালকা স্কোয়াট , প্লান ,কোর স্ট্রেনথের ব্যায়াম না করলে পেটের চর্বি সহজে কমে না। মহিলাদের PCOD ,PCOS সমসা থাকলে ভুঁড়ি কমানো বেশ চাপের। মহিলারা সব মেনেও ওজন না কমলে PCOD ,PCOS রয়েছে কিনা জানুন। অনেক মাস ধরে একই ডায়েট ফলো করলে আজই বদলান। একই রুটিন অনেক দিন মানলে ডায়েটের কার্যকারিতা কমে যায়। কী কী মানলে কমবে ভুঁড়ি? প্রতিদিন ১০-১৫ মিনিট ধান করুন। ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমান। সপ্তাহে কম করে ৩ দিন বায়াম করুন। ডায়াটিশিয়ানের পরামর্শ নিয়ে রোজ পর্যাপ্ত প্রোটিন, জল নিন। এবার থেকে ভুঁড়ি নিয়ে চিন্তা না করে লাইফস্টাইল ঠিক করুন। সমসা মেটান গোড়া থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক জন্মদিন উপলক্ষ্যে কর্পোরেটর অভিজিতের নেতৃত্বে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ২০১৮ ও বিধি, ২০২১ বিষয়ে রাজ্য কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের উদ্যোগে আজ ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট বিধি, ২০২১ বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়ে সচিবালয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন সম্পর্কিত মতামত ও প্রস্তাব প্রদান করেন। সভায় আইনটির কার্যকর বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সভার মাধ্যমে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টগুলির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। সভায় স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা রাজ্য ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট কাউন্সিলের উপর জেলায় যে সমস্ত ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টগুলো রয়েছে তাতে আইন ও বিধিমালার আরও কার্যকর ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামীদিনে তাদের তদারকি বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা রাজ্য ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট কাউন্সিলের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এরপর সভায় ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক, যুগ্ম অধিকর্তা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ও স্টেট নোডাল অফিসার, ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের উপর স্লাইড উপস্থাপনার মাধ্যমে আইন ও বিধির বর্তমান অবস্থা এবং রাজ্যের আটটি জেলার ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টের সামগ্রিক তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা, বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিক ডেন্টাল, হোমিও, আয়ূরবেদের ব্রাঞ্চ অফিসার, আইএমএ সেক্রেটারি, ত্রিপুরা সেস্ট মেডিক্যাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ফার্মাসিস্ট কাউন্সিলের রেজিস্টার সহ আন্যান্যরা।

স্মার্ট মিটার বসানোর পর বাড়তি বিল, বিদ্যুৎ কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: স্মার্ট মিটার বসানোর পর বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার অভিযোগে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। খোয়াই জেলার উত্তর চেবরী শচীন্দ্র নগর এলাকায় আজ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন।

অভিযোগ, সম্প্রতি ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি স্মার্ট মিটার বসানো হয়। এরপর থেকেই আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি বিদ্যুৎ বিল আসতে শুরু করে।

এতে সাধারণ গ্রামবাসীরা চরম সমস্যায় পড়েন। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানানো হলেও কোনও সুরাহা না মেলায় ক্ষোভ চরমে ওঠে।

এদিন স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত কাজের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় গেলে তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দ্রুত বাড়তি বিল সংশোধন ও স্মার্ট মিটার ব্যবস্থার স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান তাঁরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং: লেফটেন্যান্ট জেনারেল শ্রীনিবাস কুমার সিনহার আদর্শ আমাদের নীতিতে প্রেরণা যোগায়

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বুধবার বলেছেন, যে ব্যক্তি যেমন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শ্রীনিবাস কুমার সিনহা, তার মতো ব্যক্তিত্বরা ভারতের সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে সরকারের স্পষ্ট ও দৃঢ় নীতিতে অনুপ্রেরণা প্রদান করে, এবং দেশটি জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য পুনঃ প্রতিবদ্ধ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি স্মরণ বক্তৃতায় ভিডিও বার্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীনিবাস কুমার সিনহার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি সিনহাকে একজন অনন্য বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করেন, যিনি সব সময় দেশের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনহা পরে নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং আসাম ও জম্মু-কাশ্মীরের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মন্ত্রীর বক্তব্যে সিনহার সামরিক ক্যারিয়ারের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনহা ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়গুলোতে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করা সিনহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টে সেবা করেছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সমর্থিত বাহিনী কাশ্মীরের দিকে এগিয়ে আসলে প্রথম ভারতীয় সেনা বাহিনীকে শ্রীনগরে এয়ারলিফট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সিনহার পেশাদারিত্ব এবং ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্টাফ কলেজে অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন, এবং তাকে একজন সাহসী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন, যার বুদ্ধিমত্তার গভীরতা ছিল বিরল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনহার যুদ্ধের মাঠের বাইরেও অবদান সম্পর্কে আলোচনার সময়, রাজনাথ সিং বলেন, 'তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ এবং তার প্রতিষ্ঠানের কাঠামো শক্তিশালী করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন,' এবং যোগ করেন, 'তার জাতির প্রতি সেবা সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেবার পরও থেমে থাকেনি।' তিনি নেপালে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করেছিলেন এবং আসাম ও জম্মু-কাশ্মীরের গভর্নর হিসেবে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সকল নাগরিককে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনহার আদর্শ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, যাতে ভারত একটি নিরাপদ,

শৈত্যপ্রবাহে কাবু দেশ

● প্রথম পাতার পর

ও ঝাঁসী সহ ৩৮টি জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। লখনউ, কানপুরসহ ২৬টি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়া, শুক্রবার থেকে পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে তুষারপাত বাড়তে পারে এবং শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ়, পঞ্জাব ও হরিয়ানায়।

বিহারের ৩৭টি জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির আশপাশে রয়েছে এবং হরিয়ানার কিছু অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতগামী এবং উত্তর ভারত থেকে অন্যান্য অঞ্চলে চলা দূরপাল্লার ট্রেনগুলি দেরিতে চলাচল করছে। বিমান পরিষেবাতেও ব্যাঘাত ঘটছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, শৈত্যপ্রবাহ চলবে হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় এবং উত্তরাখণ্ডে। এছাড়াও দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর এবং চণ্ডীগড়েও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়

● প্রথম পাতার পর

মুখপাত্র রাজেশ্বর দেববর্মা।

এদিন তিনি বলেন, তিপরা মথায় হিংসা কখনো কাম্য নয়। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বারবার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর জোর দেন। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সব পক্ষকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। হিংসা বা অশান্তি রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পিছিয়ে দেয়।

রাজেশ্বর দেববর্মা আরও বলেন, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সকল রাজনৈতিক দল ও নাগরিকদের দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তা কখনওই হিংসার মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত নয়। হেজামারার ঘটনায় যারা জড়িত, তারা যে দলেরই হোক না কেন, তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এই দাবি জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যারা এই হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

আজ থেকে তিন দিনব্যাপী

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার জানান, এই প্রথমবারের মতো আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে এমন স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করে তুলতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও শিল্প উদ্যোগীরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে অংশ নেবেন। পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দর্শনার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রাখা হয়েছে। স্বদেশী পণ্যের প্রসার এবং স্থানীয় শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করতেই এই মেলার আয়োজন বলে জানিয়েছে আগরতলা পৌর নিগম।

বিজেপি কর্মীদের উপর

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, নির্মাণ কাজ চলাকালীন মথার কর্মীরা তাদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। আহত দুই বিজেপি কর্মীকে তাৎক্ষণিকভাবে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ সকালেও তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোৎ কিশোর দের্ববমণের সাথে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। কিন্তু এবিষয় তাঁর সাথে কোনো কথায় হয়নি।

তাঁর কথায়, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা থাকলেও হিংসা ও সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না। তিনি পুলিশ ও প্রশাসনকে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে

● প্রথম পাতার পর

উত্তম, এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করে চলছে। আধুনিক হাসপাতাল, উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম, আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা, দক্ষ চিকিৎসা কর্মী, চিকিৎসক ইত্যাদি সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে আরও জনবান্ধব ও আধুনিক করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের ইতিবাচক চিন্তার ফলেই অতি অল্প সময়ে রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। বর্তমান সরকার জাতি-জনজাতি সমস্ত অংশের মানুষকে সম-মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। জনগণও আজ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন উপলব্ধি করতে পারছেন। এই সরকার জনগণের সরকার, উন্নয়নমুখী সরকার। সবার সহযোগিতায় ত্রিপুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা আরো বলেন, আগে মানুষ কেক কেটে জন্মদিন পালন করত। বর্তমানে সেই ধ্যান ধারণা পাল্টে যেতে শুরু করেছে। রক্তদান শিবির সহ নানা সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন আমরা জীবনের ফেলে আসা একটি বছরে কি কি কাজ করেছি এবং নতুন করে কি কি কাজ করব তা নির্ধারিত হয় জন্মদিনে। জন্মদিনসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য সুবল ভৌমিক, জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি এম. এস. ডা. কনক চৌধুরী প্রমুখ। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা সংখ্যালঘু মোর্চা ৬ আগরতলা মন্ডলের উদ্যোগে মোল্লাপাড়া এলাকায় ৭২টি বৃক্ষরোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সহ-সভায় নেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। আজ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার ৭২তম জন্মদিবস। মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম দিবস উপলক্ষে দলের তরফ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ৭২ তম জন্মদিন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা সংখ্যালঘু মোর্চা ও আগরতলা মন্ডল এর উদ্যোগে মোল্লাপাড়া এলাকায় ৭২টি বৃক্ষরোপণ করে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে যে ৭২টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে সেই বৃক্ষগুলি যাতে বড় হয়ে উঠতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে। তিনি বলেন শুধু বৃক্ষরোপন করলেই চলবে না বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে প্রয়োজনীয় পরিচর্চা করতে হবে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সামাজিক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

একবছরে অপরাধ কমল

● প্রথম পাতার পর

২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪,০৩৩। এই পরিসংখ্যান রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার প্রতিফলন বলেই মন্তব্য করেন তিনি। বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে ডিজিপি বলেন, সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধে উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৫ সালে এ ধরনের মামলা হয়েছে ২৯৩টি, যেখানে ২০২৪ সালে ছিল ৩৪৯টিহ্রাসের হার ১৬.০৪ শতাংশ। খুনের ঘটনাও ১৮.১০ শতাংশ কমে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯৫টিতে, আগের বছর যা ছিল ১১৬টি।

আঘাত ও হামলার মামলায় ১৪.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২৫ সালে এ ধরনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৬৯৯টি, যেখানে ২০২৪ সালে ছিল ৮১৫টি। দাঙ্গার ঘটনায়ও কমতি এসেছে২০২৫ সালে ১৭টি, ২০২৪ সালে ২৩টি। পাশাপাশি নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনাও কমে ৭২৪ থেকে ৬৬৫-এ নেমেছে।

সড়ক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ডিজিপি জানান, বিশেষ অভিযান ও কঠোর নজরদারির ফলে ২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনা ৮.৮ শতাংশ কমেছে। ২০২৫ সালে মোট ৫২০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ২০২৪ সালে ছিল ৫৭৮টি। মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যাও ১৪.৫৫ শতাংশ কমে ১৮২টিতে নেমেছে, আগের বছর যা ছিল ২১৩টি।

তিনি আরও জানান, সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় ত্রিপুরায় সড়ক দুর্ঘটনার হার অনেক কম। ২০২৩ সালে দেশে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় দুর্ঘটনার হার ছিল ৩৪.৬টি, সেখানে ত্রিপুরায় তা ছিল ১৩.৯। ২০২৫ সালে এই হার আরও কমে দাঁড়িয়েছে ১২.৩৫। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একই সময়ে রাজ্যে যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১১ লক্ষ থেকে বেড়ে ৮.৬৭ লক্ষে পৌঁছেছে।

মাদক ও আর্থিক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রেও পুলিশের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন ডিজিপি। তিনি জানান, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে গাঁজা জব্দ বেড়েছে ১৪ শতাংশ। কাশির সিরাপ জব্দ বেড়েছে ১৪৫ শতাংশ এবং ট্যাবলেট জব্দ বেড়েছে ২৬.৩৭ শতাংশ। পাশাপাশি ৯৫ শতাংশ বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

আর্থিক অপরাধ দমনে পুলিশের সাফল্য তুলে ধরে ডিজিপি বলেন, ২০২৫ সালে মোট ১,৬৩৬ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০২৪ সালে এই অঙ্ক ছিল ৮৪৯ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, পুলিশের প্রয়োগ ও অপরাধ সনাক্তকরণের হার ২০২৫ সালে প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৫ সালে ত্রিপুরায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকার ফলেই গত দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন অপরাধের হার সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক।

আড়াই দশকের পুরনো স্থির বেতন নীতি বাতিলের নির্দেশ উচ্চ

● প্রথম পাতার পর

টেট শিক্ষকদের করা রিট পিটিশনের রায় ঘোষণা করে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে চাকরির প্রথম দিন থেকেই কর্মীদের নিয়মিত বেতনক্রম (রেগুলার পে-স্কেল) দিতে হবে।

আদালত স্পষ্ট জানায়, স্থায়ী পদে নিয়োগের পর দীর্ঘদিন স্থির বেতন প্রদান ন্যায়সঙ্গত ও সাংবিধানিক নয়। এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে টেট শিক্ষকসহ অন্যান্য স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে নিয়োগের সাথেই নিয়মিত বেতনক্রম চালু করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

রায় প্রসঙ্গে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ জানান, আড়াই দশক ধরে চালু থাকা একটি বৈষম্যমূলক সরকারি সিদ্ধান্তকে আজ উচ্চ আদালত বাতিল করল। এই রায় শুধু শিক্ষকদের জন্য নয়, সমস্ত স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক।

রাজ্যে বাম জমানায় রেগা প্রকল্পে

● প্রথম পাতার পর

মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল এবং বর্তমানে মামলাটি ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারাধীন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে বিরোধীরা 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার ও আজীবিকা মিশন' প্রকল্প নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আসলে বিরোধীদের হাতে আর কোনো রাজনৈতিক অস্ত্র নেই বলেই তারা ভুল ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করছে।

মন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার ও আজীবিকা মিশন আইন এমজিএনরেগার তুলনায় একটি বড় সংস্কার। এই নতুন আইনে কর্মসংস্থানের দিন ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে। পুরনো আইনের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা ও জবাবদিহি আরও জোরদার করাই এই আইনের লক্ষ্য। পাশাপাশি উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করা, আয় বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সমাজকে আরও সহনশীল করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বলে তিনি জানান।

তিনি আরো বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হবে। এর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও জানান, ইউপিএ সরকারের আমলে মনরেগা প্রকল্পে মোট ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। অপরদিকে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এনডিএ সরকারের আমলে খরচ হয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। তাঁর দাবি, এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এনডিএ সরকার সবসময় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় গত সাত বছরে কেন্দ্র থেকে রেগা প্রকল্পের জন্য ৭ হাজার ৮০১ কোটি টাকা এসেছে, যেখানে বাম আমলের শেষ সাত বছরে এই বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। একইভাবে, গত সাত বছরে রাজ্যের গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে ৫ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা পৌঁছেছে, যা বাম আমলের শেষ সাত বছরে ছিল ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকা।

তিনি দাবি করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য কেন্দ্র সরকার ৯০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করে এবং রাজ্যগুলোর অংশ মাত্র ১০ শতাংশ। নতুন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলা এবং গ্রামীণ সম্পদ ও জীবিকা শক্তিশালী করা। পুরনো প্রকল্পে আইনের দুর্বলতার কারণে অনেক সময় শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি পেতেন না। কিন্তু নতুন আইনে বিলম্বে মজুরি পরিশোধ রোধে কঠোর নিয়মকানুন যুক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, গত সাত বছরে মনরেগা প্রকল্পের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ১০ হাজার সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে তার আগের সাত বছরে সৃষ্টি হয়েছিল ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৩২টি সম্পদ। একই সময়ে গ্রামীণ পরিবারগুলোর সরাসরি মজুরি বাবদ প্রদান করা হয়েছে ৫,৩৩২ কোটি টাকা, যেখানে ২০১৮ সালের আগের সময়ে এই অঙ্ক ছিল ৪,২৪০ কোটি টাকা। বর্তমানে ত্রিপুরায় এই প্রকল্পের আওতায় ৬.৫৬ লক্ষ জব কার্ড এবং ১০.২০ লক্ষ নিবন্ধিত শ্রমিক রয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, ইউপি সরকারের আমল থেকেই মনরেগাকে ঘিরে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। নতুন এই বিলের উদ্দেশ্য হল দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উন্নত গ্রাম গড়ে তোলা।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিশালগড় ব্লকে ১৭ কোটি টাকার দুর্নীতি কেগ রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। নিরীক্ষা ও তদন্তের পর বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়, ৪০টি মামলায় ১২ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন। মন্ত্রী আরো বলেন, মনরেগা বাস্তবায়নে ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার অবস্থান ছিল ২০২০-২১ সালে ২য়, ২০২১—২২ সালে ৩য়, ২০২২—২৩ সালে ৪র্থ এবং ২০২৩—২৪ সালেও ৪র্থ স্থান।

মন্ত্রী বলেন, আগে শ্রমিকরা প্রায়ই মজুরি পেতে বিলম্বের সম্মুখীন হতেন। কিন্তু সংশোধিত ব্যবস্থায় এখন শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি মজুরি স্থানান্তর করা হচ্ছে, ফলে স্বচ্ছতা বেড়েছে এবং সময়মতো অর্থ প্রদান নিশ্চিত হয়েছে। নতুন আইনটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত, যার লক্ষ্য দুর্নীতি ও আর্থিক লিকেজ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক জন্মদিন উপলক্ষ্যে বড়দোয়ালি মন্ডলের নেতৃত্বে ফায়ারা সার্ভিস কর্মীদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব শুরু: ১,০০০ বছরের ঐতিহাসিক যাত্রা উদযাপন

সোমনাথ, ৮ জানুয়ারি: সোনালী আবহে এবং ধর্মীয় উতাহে শুরু হলো চার দিনের 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব', যা সোমনাথ মন্দিরের অটুট আত্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে উদযাপন করছে। ২০২৬ সালে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সোমনাথে প্রথম আক্রমণের ১,০০০ বছর পূর্ণ হবে এবং ১৯৫১ সালে পুনর্নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধনের ৭৫ তম বার্ষিকীও আসন্ন।

আজ, আরব সাগরের কুলঘেষে এক আধ্যাত্মিক শক্তির ঢেউ বইছিল, যখন সোমনাথ মন্দিরে 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব'-এর সূচনা হয়। উৎসবের সূচনা হিসেবে, প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গে শুরু হয় ৭২ ঘণ্টার অবিচ্ছিন্ন "অখণ্ড ওমকার জপ", যা বিশাল আয়োজনে উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শঙ্খধ্বনি এবং ঐতিহ্যবাহী ডামরু আওয়াজের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাজ্য মন্ত্রী জিতু ভাঘানি এবং ড. প্রাধুমানভাই ভাজা এই শঙ্খধ্বনির নেতৃত্ব দেন। প্রায় ২,৫০০ ঋষিকুমার গুজরাতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমুদ্রে উপস্থিত হয়ে এই অবিচ্ছিন্ন বৈদিক মন্ত্রপাঠে অংশ নেন। সোমনাথের এই স্বাভিমান উদযাপন শুধু এখানে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিব মন্দিরও একযোগভাবে মন্ত্রপাঠে যোগ দিয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার বিশেষ ট্রেন ব্যবস্থা করেছে, যাতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা মন্দিরে পৌঁছাতে পারেন।

রাজ্য মন্ত্রী জিতু ভাঘানি মন্তব্য করেন, 'এই উৎসবটি এক বছরের জন্য আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করবে। বড় বড় আকর্ষণগুলির মধ্যে থাকবে একটি বিশাল ড্রোন শো, ৭২ ঘণ্টার ওমকার নাদ এবং একটি বিশাল "শৌর্য যাত্রা" বা সাহসী মিছিল।' এই অনুষ্ঠানটি সোমনাথের ১,০০০ বছরের ত্যাগ ও পুনর্নির্মাণের কাহিনী তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের সূচনা উপলক্ষে দেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম পোস্টে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'স্বাভিমান পর্ব দেশের সেই অসংখ্য সন্তানের স্মরণ, যারা তাদের নীতি ও আদর্শের সাথে কখনও আপোস করেনি।' তিনি উল্লেখ করেন, জানুয়ারি ১০২৬ সালে সোমনাথে প্রথম আক্রমণ হয়েছিল এবং শতাব্দীজুড়ে একাধিক আক্রমণের পরও, ভক্তদের চিরন্তন বিশ্বাস এবং ভারতের সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা সোমনাথকে বারবার পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'সোমনাথের এই চিরকালীন সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিকতা এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত রয়েছে।' তিনি তার পূর্ববর্তী সোমনাথ সফরের কিছু দৃশ্য শেয়ার করে জনগণকে সোমনাথস্বাভিমানপর্ব হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তাদের স্মৃতিগুলি শেয়ার করতে আমন্ত্রণ জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০০১ সালের ৩১ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে স্মরণ করেন, যেদিন ১৯৫১ সালে পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দির উদ্বোধিত হয়েছিল তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে। তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, কে এম মুনশি এবং আরও অনেকের অবদানের কথা উল্লেখ করেন, যাদের প্রচেষ্টায় সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, '২০২৬ সালটি শুধুমাত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের বছর নয়, বরং এটি আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অটুটতার সাফল্য, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে।' তিনি ১১ জানুয়ারি "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব"-এ অংশগ্রহণ করবেন।

এই মহতী অনুষ্ঠানে থাকবে একটি বিশাল ড্রোন শো, যেখানে ৩,০০০ ড্রোন অংশ নেবে, ৭২ ঘণ্টার অবিচ্ছিন্ন "ওমকার নাদ", এবং একটি দৃষ্টিনন্দন "শৌর্য যাত্রা" বা সাহসী মিছিল। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য হল সোমনাথের ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাল সরকারি চাকরি কেলেঙ্কারি: দেশজুড়ে অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: ভারতীয় রেলওয়ে সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও দপ্তরের নামে জাল সরকারি চাকরি কেলেঙ্কারি চালানোর অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেকটোরেট দেশব্যাপী অভিযান চালাচ্ছে। ইডি জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এই কেলেঙ্কারিটি ভারতীয় রেলওয়ে নামে চিহ্নিত হয়েছিল, তবে তদন্তের পর জানা গেছে যে এটি ৪০টিরও বেশি সরকারি সংস্থা ও দপ্তরের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে বন, আরআরবি, ভারতীয় পোস্ট, আয়কর, হাইকোর্ট, পিডব্লিউডি, বিহার সরকার, ডিডিএ, রাজস্থান সচিবালয়সহ অন্যান্য সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বর্তমানে ছয়টি রাজ্যের ১৩টি শহরের ১৫টি স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে। অভিযুক্ত স্থানগুলির মধ্যে বিহারের মুজফফরপুর ও মটিহারি, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, কেরলের এরনাকুলাম, পাণ্ডালাম, আদূর ও কোদূর, তামিলনাড়ুর চেন্নাই, গুজরাতের রাজকোট এবং উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, আল্লাহাবাদ ও লখনউ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইডি জানিয়েছে, এই প্রতারক চক্রটি সরকারি অফিসিয়াল ডোমেইন সত্ত্বা ধারণ করে জাল ইমেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল, যার মাধ্যমে তারা ভুয়া যোগদান পত্র পাঠিয়েছিল। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, গ্যাংটি নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কিছু ভুক্তভোগীকে রেলওয়ে পুলিশ, টিকিট চেকার, এবং টেকনিশিয়ানসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে, প্রথম ২-৩ মাসের জন্য মাইনের অগ্রীম পরিশোধও করেছিল।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছে, তারা এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতীয় এআই স্টার্ট-আপগুলির রাউন্ডটেবিল বৈঠক, ভারত এআই সেক্টরে বৈশ্বিক নেতৃত্বের পথে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়া দিল্লিতে তার বাসভবনে ভারতীয় এআই স্টার্ট-আপগুলির সঙ্গে একটি রাউন্ডটেবিল বৈঠক চেয়ার করেছেন। আগামী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য "ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিট ২০২৬" এর প্রাক্কালে, এই বৈঠকে ১২টি ভারতীয় এআই স্টার্ট-আপ অংশগ্রহণ করেছে, যারা "এআই ফর অল: গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট চ্যালেঞ্জ" এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বৈঠকে, তারা তাদের ধারণা এবং কাজের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই স্টার্ট-আপগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে, যার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষার ফাউন্ডেশন মডেল, ই-কমার্স, মার্কেটিং, এবং ব্যক্তিগত কনটেন্ট তৈরি করতে জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে ৩ডি কনটেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং সিমুলেশন, স্বাস্থ্যসেবা ডায়াগনস্টিক্স এবং মেডিকেল রিসার্চ ইত্যাদি।

বৈঠকের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাজে পরিবর্তন আনতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত আগামী মাসে "ইন্ডিয়া এআই ইম্প্যাক্ট সামিট" আয়োজন করবে, যার মাধ্যমে দেশটি প্রযুক্তি সেক্টরে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, স্টার্ট-আপ এবং এআই উদ্যোক্তারা ভারতের ভবিষ্যতের সহ-স্থপতি, এবং দেশের জন্য নতুন উদ্ভাবন এবং বৃহৎ আকারে বাস্তবায়ন করার অদম্য ক্ষমতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারতকে একটি অনন্য এআই মডেল বিশ্বকে উপস্থাপন করা উচিত, যা "মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" এর চেতনাকে প্রতিফলিত করবে। মোদী বলেন, বিশ্বের আস্থা ভারতের উপর রয়েছে এবং ভারতীয় এআই মডেলগুলি নৈতিক, পক্ষপাতহীন, স্বচ্ছ এবং ডেটা গোপনীয়তা নীতির উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, স্টার্ট-আপগুলিকে ভারত থেকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকে কাজ করতে হবে, এবং ভারতকে সাশ্রয়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উদার এআই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে প্রচার করতে হবে। তিনি জানান, ভারতীয় এআই মডেলগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং স্থানীয় এবং দেশীয় কনটেন্ট ও আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে প্রচার করতে হবে।

এআই স্টার্ট-আপগুলির প্রতিনিধি ও প্রধানরা ভারত সরকারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইকোসিস্টেমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি জানান। তারা উল্লেখ করেন যে, ভারত এখন একটি শক্তিশালী এবং সহায়ক পরিবেশ প্রদান করছে, যা বিশ্বব্যাপী এআই উন্নয়নে দেশটিকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় এআই স্টার্ট-আপগুলির সিইও, প্রধান এবং প্রতিনিধি, যেমন- আভাতার, ভারতজেন, ইন্টেলিহেলথ, সার্ভম, টেক মাহিন্দ্রা এবং জেন্টেইক। বৈঠকে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণও এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ-ও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর "প্রগতি" প্ল্যাটফর্মের ৫০তম সভা, গভর্নেন্সে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রীর প্রো-অ্যাকটিভ গভর্নেন্স এবং সময়মতো বাস্তবায়নের প্ল্যাটফর্ম "প্রগতি" আজ এক বিশাল মাইলফলক অর্জন করেছে। সফলভাবে ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক চালু হওয়া এই প্ল্যাটফর্মটি সরকারের কার্যকারিতা এবং গভর্নেন্সে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। প্রগতি প্ল্যাটফর্মটি মূলত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প এবং জনগণের অভিযোগের দ্রুত সমাধান করতে সহায়ক হয়েছে, যেখানে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রগতি প্ল্যাটফর্মটি সহযোগী কেন্দ্রীয় ফেডারালিজমের উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে, যেখানে কেন্দ্র, রাজ্য এবং ইউনিয়ন মন্ত্রকগুলি একক ডিজিটাল ইন্টারফেসে একত্রিত হয়। এক দশকের মধ্যে, প্রগতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, অবকাঠামো প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণ, এবং দায়বদ্ধতার শক্তিশালী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

ভারতের শহুরে রূপান্তর এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতের শহুরে এলাকায় ৪৮ কোটি মানুষ বাস করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এটি ৬০ কোটি ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এই দ্রুত গতির নগরায়ণ বাসস্থান, পরিবহন, জল ও স্যানিটেশন সিস্টেম এবং নগর গভর্নেন্সের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। গত দশক ধরে, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহুরে উন্নয়নের জন্য একটি মিশন মোডে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোট ১২টি প্রগতি সভায় সাতটি প্রধান শহুরে প্রকল্প পর্যালোচনা করেছেন, যা তাদের কৌশলগত গুরুত্ব এবং উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে "প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজন — নগর", "স্মার্ট সিটিজ মিশন", এবং "পিএম স্ট্রীট ভেন্ডারস আত্মনির্ভর নিধি স্কিম"। এছাড়াও, ২ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি রুপির মূল্যমানের ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রগতি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং ১০টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। প্রগতি সভার মাধ্যমে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা দায়বদ্ধতা বাড়িয়েছে, মন্ত্রণালয় ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় শক্তিশালী করেছে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে, এবং প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। "প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজন — নগর" এর আওতায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১ কোটি ১৮ লাখ আবাসন ইউনিট অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৮৮ লাখেরও বেশি বাড়ি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। স্মার্ট সিটিজ মিশন বর্তমানে ১০০টি শহরে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে। "পিএম স্বানিধি" এর মাধ্যমে শহুরে জীবিকার জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে ৯৬ লাখেরও বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার ৮০০ কোটি রুপি এবং ৮০ লাখেরও বেশি স্ট্রীট ভেন্ডার এতে উপকৃত হয়েছেন।

পরিবেশ সচেতনতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চর্চাকে উৎসাহিত করতে সাব্রুমে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা ভ্রমণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জানুয়ারি: পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চর্চাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গতকাল সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিদ্যালয়স্তরের এক সচেতনতা ভ্রমণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে মেটেরিয়াল রিকোভারি ফ্যাসিলিটি (এম.আর.এফ.) এবং কম্পোস্টিং ফ্যাসিলিটির পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) ২.০-এর তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইই.সি.) কার্যক্রমের অধীনে পি.এম.-শ্রী সারুম গার্লস এইচ.এস. স্কুল এবং সাব্রুম হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই পরিদর্শন কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তির বাস্তব দিকগুলির সাথে পরিচিত করানো। বিশেষ করে গৃহস্থালি পর্যায়ে উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া।

সেশন চলাকালীন নগর পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাগণ আরআরআর, উদ্যোগ-রিডিউস, রিইয়ুজ এবং রিসাইকেলের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে কিভাবে ছোট ছোট আচরণগত পরিবর্তন উল্লেখযোগ্যভাবে বর্জ্য উৎপাদন কমাতে পারে এবং একই সাথে পরিবেশগত স্থায়িত্বকে উৎসাহিত করতে পারে। রিসোর্স পার্সনরা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ গড়তে সাফাই মিত্র এবং স্যানিটেশন কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। সেশনে মতবিনিময় এবং হাতেকলমে প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে উৎসাহিত করে। অনুষ্ঠানে নগর পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাগণ দীর্ঘমেয়াদি আচরণগত পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্নতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের স্বচ্ছতা দূত এবং যোদ্ধা হিসেবে সমাজে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করা। এই ধরনের উদ্যোগ আবর্জনা মুক্ত শহরের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়।

গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জনশুনানি শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: গোমতী জেলা কার্যালয়ে জনগণের বিভিন্ন সমস্যা ও অসুবিধা সরাসরি শোনার জন্য আজ গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি জনশুনানি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২২ জন সুবিধাভোগী সরকারি সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এই জনশুনানি শিবিরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সমাজকল্যাণ, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জনগণের অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আজকের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

এনএসএস শিবিরের উদ্যোগে কৃষ্ণপুর ট্রাই জংশনে ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি: এনএসএস শিবিরের উদ্যোগে কৃষ্ণপুর ট্রাই জংশনে ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। ধর্মনগর মহকুমার কৃষ্ণপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে গত ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সাত দিনের এনএসএস শিবির বর্তমানে ষষ্ঠ দিনে পদার্পণ করেছে। শিবিরের অংশ হিসেবে আজ কৃষ্ণপুর ট্রাই জংশনে এক গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তরের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কৃষ্ণপুর এইচ.এস স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এই সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা, সিগন্যালের গুরুত্ব, পথচারী ও যানবাহন চালকদের দায়িত্ব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।এদিন ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এএসআই অতিকা রঞ্জন দাস সহ অন্যান্য ট্রাফিক বিভাগের অন্যান্য কর্মীরা। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ট্রাফিক আইন মানার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

পাশাপাশি ট্রাফিক আধিকারিকরা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের প্রতিও বিশেষ আহ্বান জানান, যাতে প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় এবং বাইক বা স্কুটি চালানোর সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকেসে বিষয়ে নজর রাখা হয়।এদিনের এনএসএস শিবির কর্মসূচিতে কৃষ্ণপুর এইচ.এস স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা আরও দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে।

পৌষ সংক্রান্তির মুখে গ্রামবাংলায় উৎসবের প্রস্তুতি, তবে শ্রমিক সংকটে চিন্তায় কারিগররা

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: পৌষ সংক্রান্তি দোরগোড়ায়। শীতের আমেজে গ্রামবাংলা জুড়ে ইতিমধ্যেই উৎসবের রঙ লেগেছে। নতুন ধান, পিঠে-পুলি আর নানা লোকজ মিষ্টান্নকে ঘিরে ব্যস্ততা তুঙ্গে। এরই মধ্যে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় ব্লকের গোকুলনগর গ্রামে চিরাচরিত তিল্লাই ও বাতাসা তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন স্থানীয় কারিগররা।

প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গোকুলনগরের তিল্লাই ও বাতাসার বিশেষ কদর থাকে। শুধু আশপাশের এলাকাই নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও এই গ্রামে তৈরি মিষ্টান্নের চাহিদা থাকে ব্যাপক। কিন্তু চলতি বছরে উৎসবের মরশুম এলেও কারিগরদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কারিগরদের অভিযোগ, চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার থাকলেও পর্যাপ্ত শ্রমিকের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক অভিজ্ঞ কারিগর অন্য পেশায় চলে যাওয়ায় কিংবা ভিন্ন জায়গায় কাজের খোঁজে গ্রাম ছাড়ায় এই সংকট আরও প্রকট হয়েছে। ফলে হাতে থাকা অর্ডার সময়মতো পূরণ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা।

স্থানীয় কারিগরদের কথায়, "সংক্রান্তির সময় তিল্লাই-বাতাসার চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। কিন্তু কাজের লোক না থাকায় যতটা উৎপাদন হওয়ার কথা, ততটা হচ্ছে না। এতে আমাদের আয়ের উপরও প্রভাব পড়ছে।"

পৌষ সংক্রান্তির মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে ঘিরে গ্রামবাংলার এই প্রাচীন মিষ্টান্ন শিল্প টিকিয়ে রাখতে শ্রমিক সংকট কাটানো জরুরি বলে মনে করছেন কারিগররা। নচেৎ আগামী দিনে এই লোকজ শিল্প ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারা।

পানিসাগরে ছয় চাকার লরির ধাক্কায় বৃদ্ধ পথচারীর মৃত্যু, আটক চালক

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ পথচারী। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেলে পানিসাগর-এ। মৃত ব্যক্তির নাম নয়ন রঞ্জন দেবনাথ (৫০)। তিনি ওই এলাকারই স্থায়ী বাসিন্দা বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে নয়ন রঞ্জন দেবনাথ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি ছয় চাকার লরি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরিসহ চালককে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাজ্য সরকার মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের জন্যও হোম এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন হোমের ছাত্রছাত্রীরা আগরতলা বইমেলায় বই কিনতে ও ঘুরতে আসে। দপ্তরের পক্ষ থেকে গত দু"বছর ধরে এ ধরনের আয়োজন করা হচ্ছে। সস্ত্রীক সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায়ও এ সময় বইমেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং আগত ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করেন।

এ সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, হোমের ছাত্রছাত্রীরা কোনও অংশেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে পিছিয়ে নেই। নিজের চলার পথকে আরও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ করতে তিনি ২০২৫ প্যারিস প্যারা অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতীয় তীরন্দাজ শীতল দেবীর উদাহরণ সকলের সামনে তুলে ধরেন। সমাজকল্যাণমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, রাজ্য সরকার মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের জন্যও হোম এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

আজকের এই কর্মসূচিতে প্রায় ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ২০০ টাকা, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ৩০০ টাকা এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককে বই কেনা বাবদ ৫০০ টাকা করে দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় বলে জানান সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস। কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণ ছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মনোজ কুমার সাহা, উপ-অধিকর্তা রজতকান্তি দাসও উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান সফল করতে জন আরোগ্য সমিতির সংবেদনশীল সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং ত্রিপুরা সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান"-এর বার্তা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গতকাল ঊনকোটি জেলার কণিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন জলাই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে জন আরোগ্য সমিতি-এর সদস্যদের নিয়ে এক সংবেদনশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জলাই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে আয়োজিত এই সভায় জন আরোগ্য সমিতির সদস্যবৃন্দ, জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিতোষ দে, জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বীরজিৎ শুক্লদাস, আর পি এম উত্তম সিনহা, স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি হেলথ অফিসার রূপা দাস, এম পি ডব্লিউ সুব্রত চক্রবর্তী ও ছয় জন আশা কর্মী এবং সমাজসেবী বিপ্লব ঘোষ অংশগ্রহণ করেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের লক্ষ্য, নিয়মাবলী এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারেন, সে বিষয়ে সদস্যদের বিস্তারিত অবগত করা।

জন আরোগ্য সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যাতে তাঁরা এলাকায় গিয়ে মানুষকে এই প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেন। কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করতে এবং জনসাধারণের মধ্যে দৃশ্যমান সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দপ্তরের পক্ষ থেকে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সামগ্রী বা পোস্টার প্রদর্শিত করা হয়। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্থানে আইই.সি ম্যাটেরিয়ালগুলি লাগানো হয়েছে:- ১. জলাই পঞ্চায়েত অফিস চত্বর ২. জলাই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রাঙ্গণ ৩. স্থানীয় একটি ক্লাব হাউস।

এই প্রদর্শনীগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের অধীনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা বীমার সুবিধা এবং তালিকাভুক্ত হাসপাতালের তালিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন। জলাই আয়ুখান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার রূপা দাস জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান ত্রিপুরার প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি রক্ষাকবচ। জন আরোগ্য সমিতির মতো গ্রামীণ স্তরের সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফল হওয়া সম্ভব নয়। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে স্থানীয় ক্লাব এবং পঞ্চায়েত স্তরে এই প্রচার চালানোয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৮ জানুয়ারি: আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফেসর মানিক সাহার জন্মদিন ছিল। এই জন্মদিন উপলক্ষে বিলোনিয়া মন্ডলের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রোগী ও রিক্সা চালকদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয় বৃহস্পতিবার দুপুরে।

বিলোনিয়া হাসপাতালের শিশু, মহিলা পুরুষ বিভাগের রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি তুলে দেন মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, গৌতম দত্তগুপ্ত সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা।

ফল মিষ্টি বিতরনের শেষে , মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছার বার্তা জানিয়ে, দীর্ঘায়ু কামনা করার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কাজ এই ভাবে যাতে করে যান তা আশা ব্যক্ত করেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত। এছাড়া বিলোনিয়া পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয় মন্ডলের পক্ষ থেকে।

দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: আজ দুপুরে বিশালগড়ের লালসিংমুড়া স্ট্যান্ড সংলগ্ন সৎসঙ্গ আশ্রমের সামনে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন দুইজন। পই দুর্ঘটনায় দু'জন বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলকর্মীরা। আহত দু'জনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জগন্নাথবাড়ি দিঘিতে টিএসআর জওয়ানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি জোরদার করতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-এর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জগন্নাথবাড়ি দিঘি-তে টিএসআর-এর জওয়ানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে মোট ৭০০ জন টিএসআর জওয়ান অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন বুট, লাইফ জ্যাকেটসহ উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে বাস্তবভিত্তিক অনুশীলন করানো হয়। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত এবং কার্যকরভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন টিএসআর-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বিজয় কুমার মিশ্রা। তিনি জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যাতে জওয়ানরা সময়োপযোগী ও সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই নিয়মিত এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টিএসআর জওয়ানদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
09-01-2026, 01:26

অঙ্গন

শ্রীদাম, রজতের অনবদ্য শতক ঝাড়খন্ডকে হারিয়ে ত্রিপুরা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। তাও বিজয় হাজারে ট্রফি পুরুষদের সিনিয়র ক্রিকেটে। শক্তিশালী ঝাড়খন্ডকে ১৯৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। মূল পর্বে খেলার সুযোগ অধরা থাকলেও গ্রুপ লিগে অন্তিম রাউন্ডের খেলায় ১৯৭ রানের এই জয় ত্রিপুরা দলকে ৮ দলীয় এলিট এ গ্রুপে ষষ্ঠ স্থানে বিশেষ করে পন্ডিচেরি, রাজস্থানের উঁচুতে স্থান দিয়ে কিছুটা জাত চেনাতে সক্ষম হয়েছে। ত্রিপুরা দলের পক্ষে এটি তৃতীয় জয়। দ্বিতীয় ম্যাচে পন্ডিচেরিকে সাত উইকেটে এবং তৃতীয় খেলায় রাজস্থানকে ৬৬ রানে হারানোর পর সপ্তম তথা অন্তিম ম্যাচে ঝাড়খন্ডকে হারিয়ে ত্রিপুরা শিবিরে অনেকটাই স্বস্তির বাতাবরণ বইছে। আমেদাবাদে গুজরাট কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনি শংকর মুরাসিং প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীদাম পালের দুর্দান্ত ১৫০ রান এবং রজত দে-র ১০২ রানের সুবাদে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ত্রিপুরা দল ৩২০ রানে ইনিংস শেষ করে। শ্রীদাম ১৩৪ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৫০ রান পায়। রজতের ব্যাটে ১০২ রান আসে ১১৫ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি সহযোগে। ঝাড়খণ্ডের সুশান্ত মিশ্র একাই ছয়টি উইকেট পায় ৫২ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঝাড়খন্ড ৩১.১ ওভার খেলে ১২৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে মনীষী সর্বাধিক ৪০ রান পায়। ত্রিপুরার বোলার অভিজিৎ সরকার ৪০ রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অজয় সরকার ২৩ রানে এবং স্বপ্নীল সিং ২৮ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে শ্রীদাম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজদীপ, সোম্রাংশুর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সোনামুড়াকে হারিয়ে শুরু তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিনের শুরুতে রাজদীপের বোলিং চমক। টেল এন্ডাররা সোনামুড়ার শেষ রক্ষা করতে পারেনি। জয়ের হাসি হাসলো টিম তেলিয়ামুড়া। ৩৮ রানের ব্যবধানে সোনামুড়াকে হারিয়ে দারুণভাবে লীগ সূচনা করেছে তেলিয়ামুড়া। সোনামুড়ার সামনেও জয়ের হাতছানি ছিল। প্রয়োজন ছিল ৪৯ রানের। হাতে উইকেট ছিল চারটি। সময় ছিল পুরো একদিন। ধীরেসুস্থে খেললে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালালে হয়তো সোনামুড়া জয় দিয়ে লীগ সূচনা করতে পারতো। কিন্তু আজ, বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় ৬.২ ওভারের মধ্যেই সোনামুড়ার অবশিষ্ট চার উইকেট কে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে সরাসরি জয় ছিনিয়ে নেয় তেলিয়ামুড়া। টিসিএ-র অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেটের এফ গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলায় তেলিয়ামুড়ার সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ১২৯ রানের জবাবে সোনামুড়া দুই দিন ধরে খেলে ১৩৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ৫ রানে পিছিয়ে থেকে তেলিয়ামুড়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১১ রান পেলে সোনামুড়ার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০৬ রানের। এমতাবস্থায় বুধবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৯ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ ১০ রান যোগ করে ৬৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে সোনামুড়ার রাহুল বর্মন সর্বাধিক ৪৮ রান পেয়েছিল। তেলিয়ামুড়ার পৃথ্বীরাজ গোপের ৪৬ রান ও সোম্রাংশু পালের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে তেলিয়ামুড়ার রাজদীপ ২৭ রানে ছয়টি এবং সোম্রাংশু ৩৬ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। সোনামুড়ার রাহুল ৪ উইকেট পেয়েছিল ২৩ রানের বিনিময়ে। তবে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে সোম্রাংশু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এক ম্যাচে ১২ উইকেট চন্দ্রস্নাতের আমবাসাকে হারালো ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত বোলিং চন্দ্রস্নাত গোস্বামীর। ২ ইনিংসে ১২ উইকেট দখল, বিনিময়ে ৪৯ রান দিয়ে। পাশাপাশি বিস্ময় দেবনাথের বোলিং পারফরম্যান্সও উল্লেখ করার মতো। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। তাও প্রতিপক্ষ আমবাসা কে ইনিংস সহ ২২৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে। ইনিংস পরাজয় এড়াতে আমবাসার প্রয়োজন ছিল ২৪৯ রানের। হাতে উইকেট ছিল সাতটি। ৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হওয়া দল আমবাসা দ্বিতীয় ইনিংসে আজ অন্তিম দিনে ১২.৫ ওভার খেলে অবশিষ্ট সাত উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৪ রান সংযোজন ঘটাতে সক্ষম হয়। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে টিসিএ-র অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেটে লীগ পর্যায়ের খেলায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ইনিংস সহ ২২৫ রানের বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে। দুদিন মিলিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৯৮.১ ওভার খেলে ৪১৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে আমবাসা বুধবার, ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ৩৩.২ ওভার খেলে ৭৫ রানে তাদের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ৩৪১ রানে পিছিয়ে থেকে আমবাসা ফলোঅনে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৪.৩ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। তবে আজ ১১৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংস থেমে যেতেই ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দুর্দান্ত জয় পায়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর স্নেহাল দত্তের ১১৭ রান, আরিয়ান কুমার সিংয়ের ৫০ রান এবং অর্পণ ভট্টাচার্য্যের ৭০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আমবাসার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৭৭ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে অধিনায়ক চন্দ্রস্নাত গোস্বামী প্রথম ইনিংসে ২৭ রানে সাতটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নিয়েছে।

ব্যাটিং ব্যর্থতা কাল হলো সংহতির রোমাঞ্চকর জয়ে সূচনা অমরপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে অমরপুর হারিয়েছে শহরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সংহতিকে ১১ রানের ব্যবধানে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক ট্রিট মিট ক্রিকেটে। জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া ছিল দুই দলই। একদিকে অমরপুর, অপরদিকে শহরের সংহতি ক্লাব। লীগ পর্যায়ের ম্যাচ। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ম্যাচের গতি-প্রকৃতি দেখে জয় পরাজয়ের ব্যাপারে দুই দলের জন্য ৫০-৫০ চান্স ছিল। একদিকে সংহতির জয়ের জন্য প্রয়োজন ৪১ রানের। অপরদিকে অমরপুর জয় দিয়ে লীগ সূচনা করতে হলে তাঁদের আর মাত্র দুটি উইকেট প্রয়োজন। আজ তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলা শুরুতে সংহতির শেষ দিকের বেটার ছেঁড়া ১২.২ ওভার খেলে ২৯ রান যোগ করতেই শেষ দুটি উইকেট হারিয়ে ফেলে। ১৩৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের হলে অমরপুর ১১ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেয়। প্রথম ইনিংসে অমরপুরের সংগৃহীত ১৫১ রানের জবাবে সংহতি দু-দিন মিলিয়ে ৮৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। অমরপুর ৬৩ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৬.৩ ওভার খেলে ৮৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে সংহতির সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪৯ রানের। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে সংহতি ৩৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান সংগ্রহ করেছিল। জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল ৪১ রানের। টেল এন্ডার দুই ব্যাটসম্যান শেষ রক্ষা করতে পারেনি বলে প্রথম ম্যাচে পরাজয় দিয়েই শুরু করতে হয়েছে সংহতিকে।

ব্যাটিংয়ে অমরপুরের আবীর সাহার ৫৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সুব্রত চক্রবর্তী প্রথম ইনিংসে ১৬ রানে ৫টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রানে ৬ টি উইকেট তুলে নিয়ে অর্থাৎ ২ ইনিংসে ১১ টি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, সাগর দেবনাথ এবং সংহতির আইজ্যাক দেববর্মার পাঁচটি করে উইকেট দখলও উল্লেখ করার মতো।

৭ উইকেটে মৌচাককে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় কৈলাশহরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় কৈলাশহরের। শহরের বনেদি ক্লাব মৌচাককে ৭ উইকেটে হারিয়ে। দুর্দান্ত এই জয়ের মধ্য দিয়ে কৈলাশহর রাজ্য ক্রিকেটের লীগ সূচনা করেছে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষেই জয়ের হাতছানি ছিল কৈলাশহরের পক্ষে। তবে শহরের ক্লাব মৌচাক চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে তোলার জন্য। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে মৌচাক ৪২ রানে এগিয়ে ছিল। অবশিষ্ট ৫ উইকেট আজ ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে ২৪ ওভার খেলে ৯৯ রান যোগ করে ২৩৯-এ দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে কৈলাসহরকে একটু সিরিয়াসলি খেলতে হয়। কৈলাশহরের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৪২ রানের। অবশেষে কৈলাশহরের প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা ৩১.২ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাকের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ২২৬ রানের জবাবে দুইদিন মিলিয়ে কৈলাশহর ৭৯.৪ ওভার খেলে প্রথম ইনিংসে ৩২৪ রান সংগ্রহ করে। ৯৮ রানে এগিয়ে থেকে কৈলাশহর একপ্রকার চালকের আসনে অবস্থান করছিল। ব্যাটিংয়ে মৌচাকের রোহিত বর্মন যেমন ১২৪ বল খেলে ২০টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে, তেমনি কৈলাশহরের আমন যাদব ১২৫ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১১৭ রান পায়। এছাড়া, বিনিত যাদব ৮০ রান পায় ১৩১ বল খেলে। বোলিংয়ে আমন প্রথম ইনিংসে ৩৪ রানে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৯ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে দলের জন্য জয় এনে দেয়। ব্যাটিংয়ে শতক এবং বোলিংয়ে দুই ইনিংসে ৮ উইকেট দখল - দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে আমন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। মৌচাকের অয়ন পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল ৬৯ রানের বিনিময়ে।

সাব্রুমকে ইনিংসে হারিয়ে লীগ সূচনা ওপিসি-র, অয়ন সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ও পি সি। ইনিংস সহ ৪৮ রানের ব্যবধানে সাব্রুমকে হারিয়ে অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে দারুন শুরু ওপিসি অর্থাৎ ওল্ড প্লে সেন্টারের। বুধবারে মনে হয়েছিল জয়টা প্রত্যাশিত। সে অনুযায়ী আজ, বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের শুরুতে ১০.১ ওভার খেলা হতেই সাব্রুমের অন্তিম উইকেটটিরও পতন ঘটে যায়। স্কোরবোর্ডে যোগ হয় মাত্র নয় রানের। মোটকথা ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় মঙ্গলবারে ম্যাচ শুরুতে সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৫.৫ ওভারে ১৮০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ওপিসি দুইদিন মিলিয়ে ১০৬.৪ ওভার খেলে ২৯৫ রানে ইনিংস শেষ করে। ১১৫ রানের পিছিয়ে থেকে টিম সাব্রুম বুধবারে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৭ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ছয় উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করে। আজ ৬৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে সাব্রুম দলের প্রথম ইনিংসে প্রীতম দাসের ৫৪ রান, সুরজ দাসের ৫৫ রান, ওপিসি-র পক্ষে অয়ন রায়ের ৬৮ রান, বিজয় যাদবের ৫০ রান, সোমরাজ দে-র ৭৬ রান উল্লেখযোগ্য।

অসাধারণ জয় বিসিসি-র ৮২৪ রানের নতুন রেকর্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অসাধারণ জয় বিসিসি অর্থাৎ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের। এক ইনিংসে ৮২৪ রানের নতুন রেকর্ড। তাও ৯ উইকেটে ইনিংস ঘোষণা। প্রতিপক্ষ কাঞ্চনপুর কে ইনিংস সহ রেকর্ড পরিমান ৭১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে বিসিসি দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে গ্রুপ লীগ ক্রিকেট শুরু করেছে। অর্কজিতের অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্স। সঙ্গে সাগর সূত্রধর ও আধি দেবনাথের দুর্দান্ত ব্যাটিং। সব মিলে পাহাড় প্রমাণ রান বিসিসি অর্থাৎ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের। অর্কজিৎ-এর ডাবল টন, পাশাপাশি সাগর ও আধি-র সেঞ্চুরি। এযাবৎ কালের মধ্যে বিসিসি একপ্রকার রেকর্ড পরিমাণ রান সংগ্রহ করেছে, এক ইনিংসের খেলায় ৮২৪ রানে ইনিংস ঘোষণা। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। আগরতলার পুলিশ টেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে, মঙ্গলবারে কাঞ্চনপুরের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৫৯ রানের জবাবে প্রথম দিনের খেলা শেষে বিসিসি ৫৫ ওভারে ২ উইকেটে ৩০৭ রানে থেমেছিল। বুধবারে, দ্বিতীয় দিন পুরো ৮৫ ওভার একটানা খেলে আরও ছয় উইকেট হারিয়ে দলকে ৭৮৩ রানে পৌঁছে ৭২৪ রানে লিড নিয়ে শিবিরে খুশির বাতাবরণ তৈরি করেছে। আজ, তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে আরও ৭.২ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪১ রান যোগ করে মোট ৮২৪ রানে পৌঁছে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহা ২০৬ বল খেলে ৩৮ টি বাউন্ডারি ও ৬টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২৬৫ রান সংগ্রহ করে। সাগর সূত্রধর ১১২ রান পায় ১০৬ বল খেলে ১৭টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। উইকেট রক্ষক আধি দেবনাথ ১৬৩ বল খেলে ২৬ টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৬১ রান সংগ্রহ করে। অর্পিত দেবনাথ অপরাজিত থাকে ৫২ রান সংগ্রহ করে। পরে কাঞ্চনপুরকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে, একইভাবে প্রথম ইনিংসের মতোই ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২২.৪ ওভার খেলে ৫১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিসিসি-র অর্কজিৎ সাহা ১২ রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত রেকর্ড অল রাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অর্কজিৎ সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংস্থার

প্রত্যেক ক্রিয়ারই পার্শপ্রতিক্রিয়া থাকে। ভারত-বাংলাদেশ, দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের উত্তেজনার মধ্যে এটা স্পষ্ট। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মুস্তাফিজুর রহমানকে কেকেআর থেকে ছাঁটাইয়ের পর বাংলাদেশ যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না, সেটা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এমনকী আইপিএল দেখানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বাংলাদেশে। আর এবার 'ব্যাটে মারা'র লক্ষ্য নিল ভারতীয় সংস্থা। শোনা যাচ্ছে, পদ্মাপাড়ের ব্যাটাররা ভারতের ব্যাট প্রস্তুতকারক সংস্থা এসজি'র ব্যাট ব্যবহার করতে পারবেন না।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এসজি কোম্পানি বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেক বাংলাদেশি ব্যাটার এসজি ব্যাট দিয়ে খেলেছেন। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম লিটন দাস। তিনিই আসন্ন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিনায়ক। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমস্ত কিট স্পনসরশিপ চুক্তি বাতিল করেছে এসজি। ভারতীয় কোম্পানিটি বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে কোনও রকম আগ্রহ দেখায়নি। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে এবছর আইপিএল খেলা হবে না মুস্তাফিজুর রহমানের। তারপর থেকে এই বিষয়ে সুর চড়া করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে আবারও ফাইনালে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। এবার হারিয়েছে মেঘালয়কে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা মিজোরামকেও ১০ উইকেটে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ড কে হারায় নয় উইকেটের ব্যবধানে। আজ লীগ পর্যায়ে নিজেদের চতুর্থ তথা অন্তিম ম্যাচে দুর্দান্ত এই জয়ের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা পয়েন্ট তালিকায় এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করার পাশাপাশি ফাইনালে খেলা অনেকটা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ১২ই জানুয়ারি ফাইনাল ম্যাচে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ হিসেবে সিকিম এবং মিজোরামের মধ্যে কোনদল খেলবে তা নির্ভর করছে ১০ জানুয়ারি দুটি ম্যাচের ফলাফলের উপর। ওইদিন মেঘালয় খেলবে সিকিমের বিরুদ্ধে এবং অপর ম্যাচে মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সিকিম এবং মিজোরাম নিজেদের অন্তিম ম্যাচে জয় পেলে ত্রিপুরার সঙ্গে পয়েন্ট তালিকায় সহাবস্থান ঘটলেও ফাইনালিস্ট নির্ধারিত হবে রানের গড়ের নিরিখে। আজ, বৃহস্পতিবার উত্তর গুয়াহাটির ফালাঙে আসাম ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে লীগ পর্যায়ে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরা ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করেছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্লেট গ্রুপের। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে মেঘালয় একদিকে যেমন চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয়, অপরদিকে ত্রিপুরার ফুলেশ্বরী, অঙ্কিতা ও পূর্বার বোলিং দাপটে মেঘালয় শিবিরে পুরো মাত্রায় ধ্বস নেমে যায়। ১২.৫ ওভার খেলে মিজোরাম মাত্র ২৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সাতজন প্যাভিলিয়নে ফেরত যায় শূন্য রানে। অতিরিক্ত তের রান না পেলে মেঘালয় ১৪-১৫ তেই থেমে যেতঝ। ত্রিপুরার ফুলেশ্বরী দেবনাথ ৮ রানে পাঁচটি, অঙ্কিতা পাটারী পাঁচ রানে তিনটি এবং পূর্বা চৌধুরী তিন রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার প্রারম্ভিক জুটি দলনেত্রী অনুষ্কা শীল (৫ রান) ও অস্মিতা রায় (২১ রান) অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়, ৪.৩ ওভার খেলে। দিনের অপর খেলায় মিজোরাম ৭ উইকেটের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করে নিজেদের ফাইনালে খেলার দাবিদার করে তুলেছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অত্যাচারে গর্জে উঠলেন ধাওয়ান

মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধনের ঘটনা যেন থামছেই না। কয়েকদিন আগেই ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রকাশ্যে এসেছিল হিন্দু বিধবাকে গণধর্ষণের ঘটনা। কেবল তাই নয়, গাছের সঙ্গে বেঁধে মাথার চুল কেটে নেওয়া হয় ৪০ বছরের ওই মহিলার। এই নারকীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন শিখর ধাওয়ান।

পৈশাচিক এই ঘটনাকে 'হৃদয়বিদারক' আখ্যা দিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার লেখেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু বিধবার উপর নৃশংস হামলার খবর পড়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছি। কোথাও, কারওর সঙ্গে এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার প্রার্থনা, নির্যাতিতা যেন ন্যায়বিচার ও সমর্থন পান।'

পুলিশের কাছে অভিযোগে ওই মহিলা জানিয়েছেন, আড়াই বছর আগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পুরসভার ৭নং ওয়ার্ড নদীপাড়ার বাসিন্দা শাহিন ও তাঁর ভাইয়ের কাছে ২০ লক্ষ টাকায় তিন শতক জমি-সহ একটি দোতলা বাড়ি কিনেছিলেন। এরপর থেকেই মূল অভিযুক্ত শাহিনের কুনজরে পড়েন তিনি। তাঁকে অতীতে একাধিকবার অশালীন প্রস্তাবও দিয়েছিল যুবক। তাতে রাজি না হওয়ায় নানাভাবে হয়রানি করা হয় ওই মহিলাকে। গত শনিবার সন্ধ্যায় আচমকাই বাড়িতে ঢোকে শাহিন এবং তাঁর সঙ্গী হাসান। দু'জনে মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে। পাশাপাশি সেদিন ওই মহিলার কাছ থেকে আরও ৫০ হাজার টাকার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৭ হাজার টাকা) দাবিও করে দুই অভিযুক্ত। তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্তরা আত্মীয়দেরও পর্যন্ত নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই বিধবা চিৎকার শুরু করলে মহিলাকে গাছে বেঁধে চুল কেটে দেয়। এই ঘটনা ভিডিও করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়।

নৈরাজ্যের বাংলাদেশে গত তিন সপ্তাহে এখনও পর্যন্ত সাত জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। ব্যবসায়ী থেকে দোকানদার, রোষের শিকার হয়েছেন প্রত্যেকেই। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সংযোজন হিন্দু বিধবাকে গণধর্ষণ। দেশটির সংখ্যালঘুরা যেন আতঙ্কের ছায়ায় দিন কাটাচ্ছেন। গত কয়েক মাসে একাধিক ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে লুটপাট, মন্দিরে হামলা, যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনাও রয়েছে। এর প্রভাব দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের উপরেও পড়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছাঁটাই করে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তারপর থেকে এই বিষয়ে সুর চড়া করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এমনকী ঘুরপথে 'প্রতিহিংসা' চরিতার্থ করার চেষ্টা শুরু করে তারা। মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার 'বদলা' হিসাবে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। এরপর দুই দেশের মধ্যে বিতর্ক আরও গভীর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু বিধবা ধর্ষণের ঘটনায় সোচ্চার হলেন শিখর ধাওয়ান।

স্বপ্নপূরণ করতে মরিয়া নেইমার

২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন নেইমার? সাম্প্রতিক অতীতে একের পর এক চোট পেলেও এখনই আশা হারাচ্ছেন না ব্রাজিলীয় তারকা। বিশ্বকাপে চোখ রেখেই ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের সঙ্গে এক বছরের চুক্তিতে সই করেছেন তিনি।

চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত স্যান্তোসেই থাকবেন ৩৩ বছর বয়সি ফুটবলার। ব্রাজিলের ক্লাব এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে। গত বছর তিনি স্যান্টোসে ফিরেছিলেন। ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, শেষ ৫ ম্যাচে ৫ গোল করে দ্যুতি ছড়িয়েছেন মাঠে। এর মধ্যে ছিল একটি হ্যাটট্রিক।

সোশাল মিডিয়ায় স্যান্টোস যে ভিডিও পোস্ট করেছে, সেখানে নেইমার বলেন, "গত বছর আমার কাছে খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। অনেক আনন্দের মুহূর্তও ছিল। একই সঙ্গে অনেক বাধাও পেরিয়েছি। সব কিছু সম্ভব হয়েছে সমর্থকদের ভালোবাসায়। স্যান্টোস আমার জায়গা। মনে হয় নিজেরই বাড়িতে আছি। এখনও যা অধরা, সেগুলো আমি তোমাদের নিয়ে অর্জন করতে চাই।" উল্লেখ্য, গত মাসে টানা তিন ম্যাচ চোট নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। লক্ষ্য ছিল দলকে ব্রাজিলিয়ান লিগ সেরি 'এ'-তে টিকিয়ে রাখা। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার পর ম্যাচের শেষে ব্রাজিলিয়ান তারকা জানিয়ে দেন তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই মতো গত মাসে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারও করান। ২০২৩ সাল থেকে পেশির চোটে ভুগছেন নেইমার। গত জানুয়ারিতে স্যান্টোসে যোগ দেওয়ার পরও চোট মুক্ত হতে পারেননি। ক্লাবের অবনমন বাঁচাতে চোট নিয়েই মাঠে নেমে পড়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই স্যান্টোসের হয়ে ১৫০টি ম্যাচ খেলার বিরল নজির তৈরি করেন নেইমার। ম্যাচের শুরুতে তাঁর হাতে বিশেষ স্মারকও তুলে দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচার করলে ফিট হয়ে ম্যাচে ফেরাটা বেশ কঠিন নেইমারের পক্ষে। অন্তত বিশ্বকাপের আগে সেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। যদিও নেইমার যে হাল ছাড়ছেন না, তা তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট। সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে একটাই লক্ষ্য, ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নামা। উল্লেখ্য, বহুদিন ধরেই ব্রাজিল দলের বাইরে নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে শেষবার খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে।

আইসিসি থেকেও জবাব দিয়েছে। আর সেই চাপে 'মাথা নত' বিসিবি'র। যেভাবে সুর চড়াতে শুরু করেছিল, সেখান থেকে সরে এসে তাদের বক্তব্য, 'গঠনমূলক আলোচনা চাই।'

ইমেলে বিসিবি জানায় যে, ভারতের বদলে তাদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় দেওয়া হোক। কেন্দ্র পরিবর্তন করা হোক। কিন্তু বাংলাদেশ বোর্ডের দাবিতে সম্মতি না-ও দিতে পারে আইসিসি। জয় শাহর আইসিসি'র সঙ্গে যে কথা হয়েছে, তা জানিয়েছে বিসিবি। এর মধ্যে জানা যায়, মুস্তাফিজুরদের ভারতে খেলার জন্য কার্যত চরম বার্তা দিয়েছে আইসিসি। নাহলে পয়েন্ট কাটা যাবে। বাংলাদেশ বোর্ড কিন্তু সেটা স্বীকার করছে না। আর এই আবহে জানা গেল, এসজি কোম্পানি বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করছে।

ব্যাটের স্পনসর চুক্তি বাতিলের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের টেস্ট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মুমিনুল হক বলেন, "শুনেছি যে, লিটনের ব্যাটের স্পনসর চুক্তি বাতিল করেছে এসজি। ও আমাকে এখনও কিছু বলেনি। এ ব্যাপারে ও কোনও সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই জানতে পারব।" উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ভারতের ক্রীড়া সামগ্রীর বিশাল বাজার। ক্রিকেট তো বটেই, হকির খেলার সামগ্রীও ভারত থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। লিটনদের স্পনসর থেকে সরে গেলে এসজি কোম্পানির ব্যাট বিক্রিতে ভাটা পড়তে পারে বাংলাদেশে। মনে করা হচ্ছে, এই জায়গা দখল নিতে পারে দেশটির সিএ বা এমকেএস। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালের কোম্পানি এই সিএ।

বিরাট ধাক্কা ভারতের, চোটের জন্য কিউয়ি সিরিজে নেই তারকা ব্যাটার! বিশ্বকাপে খেলা নিয়েও সংশয়

টি-২০ বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক একমাস আগে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় দল। গুরুতর চোটের জন্য নিউজিল্যান্ড সিরিজে সম্ভবত খেলা হচ্ছে না তারকা ব্যাটার তিলক বর্মার। এমনকী, বিশ্বকাপের শুরুর দিকে তাঁর খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। সরকারিভাবে এখনও বিসিসিআইয়ের তরফে ওই চোট নিয়ে কিছু জানানো না হলেও এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজকোটে বিজয় হাজারের ম্যাচ খেলছেন তিলক। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলাকালীনই তলপেটে চোট পেয়েছেন তিনি। যার ফলে তাঁর শরীরে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বুধবার সকালে খাবার খাওয়ার পরই তলপেটে ব্যাথা অনুভব করেন তিলক। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিলকের চোট গুরুতর। তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। বিসিসিআইয়ের সেন্টার এক্সেলেন্সের চিকিৎসকদের কাছে তিলকের সমস্ত তথ্য পাঠানো হবে। অস্ত্রোপচার করা হবে নাকি আপাতত ওষুধ নিয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন তিলক, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন সেখানকার চিকিৎসকরাই। শেষপর্যন্ত তিলককে অস্ত্রোপচার করাতে হলে চার সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ তো বটেই বিশ্বকাপের শুরুতেও তাঁর খেলা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, তিলক যে নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলছেন না সেটা নিশ্চিত। দ্রুত তাঁর পরিবর্তও ঘোষণা করবে বিসিসিআই। বিশ্বকাপে তাঁকে খেলানো যাবে কিনা সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা আগরওড এর বায়ার্স এন্ড সেলার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা ও মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুভেচ্ছাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও জনসেবায় নিরলস সাফল্য কামনা করেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়ন ও যুবসমাজের অগ্রগতিতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে ত্রিপুরার উন্নয়নযাত্রা আরও বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে, ৭২তম জন্মদিনে মেলারমাঠ কালী মন্দিরে পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি ৮ টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। মণ্ডলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যময় জীবন কামনা করেন। অনুষ্ঠান ঘিরে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জন্মদিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনার বার্তা জানান উপস্থিত সকলে।

আগরতলা রেল স্টেশন থেকে বাংলাদেশি যুবক ও পশ্চিমবঙ্গের যুবতী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: আগরতলা রেল স্টেশনে রুটিন তল্লাশি অভিযানের সময় এক বাংলাদেশি যুবক ও পশ্চিমবঙ্গের এক যুবতীকে আটক করেছে জিআরপি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আগরতলা রেল স্টেশন-এ নিয়মিত তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহজনক আচরণের কারণে এক যুবক ও এক যুবতীকে আটক করে জিআরপি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে যুবক নিজেকে বাংলাদেশের সাখিয়া জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়। তার নাম আমির হোসেন। আটক যুবতীটি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই যুবতী বাংলাদেশ সীমান্তের কোনও একটি পথ দিয়ে যুবকটিকে ভারতে প্রবেশ করিয়ে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঘটনার পরই জিআরপি থানার পুলিশ দু'জনকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং তাদের সীমান্ত পারাপার সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে আটক দু'জনকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ফের কৈলাসহরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জানুয়ারি: কৈলাসহর থানা এলাকায় একের পর এক চুরি অব্যাহত থাকলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে। এবার খোদ এক টিএসআর জওয়ানের বাড়িতে ঢুকে চুরিকান্ড ঘটায় চোরেরা। কৈলাসহর থানার অন্তর্গত উত্তর বিদ্যানগর এলাকার জনজাতি বাসিন্দা শচীন্দ্র দেববর্মার মেয়ে বিউটি দেববর্মার স্বামী একজন টিএসআর জওয়ান বর্তমানে দিল্লিতে কর্মরত রয়েছে। বাড়িতে বিউটি দেববর্মা দশ বছরের এক ছেলেকে নিয়ে বসবাস করছে দীর্ঘদিন ধরে।

বিউটি দেববর্মার বাড়ির পাশেই বাবা শচীন্দ্র দেববর্মার বাড়ি রয়েছে।

গতকাল ৭ জানুয়ারি বুধবার বাড়ি তালাবন্ধী করে বিউটি দেববর্মা ছেলেকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকে। আজ বিকেল বেলায় ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসে দেখে বারান্দার গ্রীলের গেইটের তালা ভাঙ্গা এবং মূল ঘরের দরজারও তালা ভাঙ্গা। ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে চোরেরা। ঘরের ভিতরে থাকা গডরেজ, আলমারি, লকার সবগুলো ভাঙ্গা। মেয়ের কাছ থেকে ঘটনার খবর পেয়ে শচীন্দ্র দেববর্মা ঘটনাস্থলে এসে কৈলাসহর থানায় খবর দেয়। ঘটনার ব্যাপারে শচীন্দ্র দেববর্মা জানান যে, ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করলেও প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো ধরনের জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায় নি চুরেরা। তবে, গডরেজ, আলমারির লকার ভাঙ্গা থাকলেও পুলিশ না আসা অব্দি উনারা লকার চেক করেননি।

পুলিশ আসার পর জানা যায় যে, লকারে থাকা সমস্ত নগদ টাকা এবং স্বর্নালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চুরেরা। অন্যদিকে, কৈলাসহর থানা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর বিদ্যানগর এলাকাটি অবস্থিত হলেও এই তিন কিলোমিটার দূরে আসতে পুলিশের প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লেগে যায়। উল্লেখ্য, শচীন্দ্র দেববর্মা হলেন ত্রিপুরা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সাব ইনস্পেকটর। উনার ছেলে অরুপ দেববর্মা বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের কলমচৌরা থানার বর্তমান ওসি। এহেন পরিবারের বাড়িতে চুরি কান্ড ঘটায় গোটা কৈলাসহরে তীব্র আতংক বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক কালে কৈলাসহর থানা এলাকায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় এবং রাতের অন্ধকারে ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক চুরি কান্ড ঘটলেও আজ অব্দি কৈলাসহর থানার পুলিশের সাফল্য শূন্য। শহরবাসীরা তীব্র আতংক দিন কাটাচ্ছেন।

বই প্রেমী মন্ত্রী টিংকু রায়...

মৃত্যুঞ্জয়ী অরূপ: উদয়পুর আর.বি.এস.কে টিমের মানবিক উদ্যোগে জীবন রক্ষা

উদয়পুর,৮ জানুয়ারি : জন্মের কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকারের ছায়া। কিন্তু সরকারি সদিচ্ছা আর চিকিৎসকদের অদম্য জেদ সেই অন্ধকার কাটিয়ে ফিরিয়ে আনল জীবনের আলো। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পের তৎপরতায় এবং উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের মানবিক উদ্যোগে এক জটিল হৃদরোগ থেকে মুক্তি পেল শিশু অরূপ।

গত ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয় অরূপ। জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় তীব্র শ্বাসকষ্ট। তড়িঘড়ি তাকে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই পরীক্ষার পর ধরা পড়ে যে অরূপ জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত। আর্থিক অনটন আর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন তা বাবা সুভাষ বাবু ও মা শিবানি দেবী। দিন দিন অরুপের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তার বাবা সুভাষ বাবু ও মা শিবানি দেবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। উন্নত চিকিৎসার আকাশছোঁয়া খরচ জোগানো তাঁদের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু খবর পাওয়া মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সুভাষ বাবুর বাড়িতে ছুটে যান উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের আর বি এস কে-র একটি বিশেষ দল। ডাঃ নন্দন দেবনাথ এবং ফার্মাসিস্ট রাজেশ ভৌমিকের নেতৃত্বে সেই দলটিকে দেখে যেন খড়কুটো আঁকড়ে ধরার সুযোগ পায় পরিবারটি। চিকিৎসার আকাশছোঁয়া খরচ জোগানো যেখানে অসম্ভব ছিল, সেখানে তাঁরা পরিবারটিকে অভয় দেন যে, আর.বি.এস.কে প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অরুপের চিকিৎসা সম্ভব। এই মানবিক মিশনে বিশেষ সহযোগিতা করেন স্থানীয় বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। তাঁর ব্যক্তিগত তদারকি এবং ডাঃ নন্দন ও রাজেশ বাবুর নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত রেফার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। অবশেষে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অরূপকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই অ্যাপোলো শিশু হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর.বি.এস.কে প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীসহ দুজনের বিমান ভাড়ার ব্যবস্থাও সরকারিভাবে করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর চেন্নাইতে অরূপের চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর ২৬শে ডিসেম্বর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে জয়ী হয়ে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে হাসপাতাল থেকে ছুটি পায় ছোট্ট অরূপ। মেডিক্যাল টিমের প্রধান ডাঃ নন্দন দেবনাথ আজ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে জানান, "অরূপ এখন পুরোপুরি সুস্থ। তার সেই কষ্টদায়ক শ্বাসকষ্ট এখন আর নেই। একটি নিষ্পাপ প্রাণ বাঁচাতে পেরে আমরা গর্বিত।"

মা, বাবা থেকে শুরু করে ঠাকুরমা প্রত্যেকের চোখের জল আজ আনন্দের। সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় কোলে ফিরে পেয়ে তাঁরা প্রত্যকে খুশিতে আত্মহারা। অরুপের বাবা সুভাষ বাবু জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, আর.বি.এস.কে টিম, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফের চুরি, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি: ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফের একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরি সংঘটিত হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগর শহরের কালীবাড়ি রোড এলাকায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত হোটেলযার আগের নাম ছিল 'হোটেল রাত দিন'দীর্ঘদিন ধরেই চোরেদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। ওই পরিত্যক্ত হোটেল থেকেই বারবার চুরির ঘটনা ঘটছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই হোটেলের ঠিক পাশেই একটি বাড়িতে সম্প্রতি চোরের দল হানা দেয়। বাড়ির মালিক দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় থাকায় সুযোগ বুঝেই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্থানীয়দের আরও দাবি, গভীর রাতে প্রায়ই ওই পরিত্যক্ত হোটেলের ভেতরে টর্চ বা মোবাইল ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখা যেত, যা সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে।

বিশালগড়ে কৃষকের দুর্দশা লাউ চাষে সর্বস্বান্ত কবির হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি: বিশালগড় বিধানসভার নদিলাগ গ্রামের কৃষক কবির হোসেন কৃষিকাজ করেই সংসার চালান। লাভের আশায় নিজের জমিতে লাউ চাষ করেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করেই বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে আজ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন এই কৃষক।

কবির হোসেন জানান কোনো সতর্কবার্তা বা পূর্বাভাস ছাড়াই লাউ গাছের পাতাগুলো কালো হয়ে যেতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই গাছের পাতা ঝলসে যায় এবং ফলন ধরা লাউগুলো পচে নষ্ট হয়ে যায়। এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।এই ক্ষতির ফলে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবারিক আর্থিক অবস্থা। কবির হোসেনের তিন কন্যা সন্তানের পড়াশোনার খরচসহ সংসারের যাবতীয় ব্যয় এই কৃষিকাজের উপরই নির্ভরশীল। লাউ চাষে লোকসানের কারণে এখন সন্তানদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি। কবির হোসেনের আবেদন, সরকার যদি কৃষি ক্ষতিপূরণ বা কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে তাহলে তিনি কিছুটা হলেও এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। স্থানীয় কৃষকরা এই ঘটনার পর চাষাবাদে রোগবালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি সহযোগিতা ও কৃষি দপ্তরের সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানিয়েছেন।

সরকারি নির্দেশনামা উপেক্ষা করে প্রি-প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চলছে ক্লাস, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: সরকারি নির্দেশনামাকে উপেক্ষা করেই তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট মগবাড়ি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যাসাগর পাঠশালা প্রি-প্রাইমারি বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস চালু রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনমনে ব্যাপক প্রশ্ন ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে প্রি-প্রাইমারি বিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ রাখার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে তা মানা হচ্ছে না। শিশুদের উপস্থিতিতে প্রতিদিনই পাঠদান চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এমনকি, আজ শিশুদের পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অভিভাবক ও এলাকার সচেতন মহল প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে সরকারি নির্দেশ অমান্য করেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বিঘ্নে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে নানা প্রশ্ন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং যথাযথ পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মুখ্যমন্ত্রীর ৭২তম জন্মদিনে বৃদ্ধাশ্রমে শীতবস্ত্র ও মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা-র ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে এক মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। একতা বন্ধন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আগরতলার আপনা ঘর বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধা মায়েদের হাতে শীতবস্ত্র ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়।এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ দাস, ওবিসি চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, বড়জলা মণ্ডল সভাপতি রাজীব সাহা, বিজেপির যুবনেতা সম্রাট রায়, বিশাল বণিক, প্রীতম রায়, মিঠুন দে, জয় দাস, সপ্তর্ষি পাল সহ অন্যান্যরা।

অটোচালক নিগ্রহের অভিযোগে পরিষেবা বন্ধ, কাঁকড়াবনে বিক্ষোভ

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: অটোচালককে মারধর ও হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কাঁকড়াবন এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাঁকড়াবনের সমস্ত অটোচালকরা পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামেন।

অটোচালকদের নিজস্ব প্রতিনিধি সূত্রে জানা যায়, বুধবার কাঁকড়াবন অটো সিন্ডিকেট এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে মেলাঘরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় মেলাঘর অটো সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্য কাঁকড়াবনের অটোচালক তাপস সূত্রধরের অটো গাড়ির চাবি কেড়ে নেন। অভিযোগ, মেলাঘর অটোচালকদের দাবি ছিলকাঁকড়াবন থেকে কোনও অটো মেলাঘরে যাত্রী নিয়ে যেতে পারবে না।

পরবর্তীতে নিরুপায় হয়ে অটোচালক তাপস সূত্রধর মেলাঘর থানা-য় পাঁচজনের বিরুদ্ধে একটি জিডি দায়ের করেন। অভিযোগ, সেই অভিযোগের জেরেই থানা থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে মেলাঘর অটো সিন্ডিকেটে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়। এই ঘটনার নেতৃত্ব দেন বলে অভিযোগ উঠেছে সিন্ডিকেটের দুই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিপ্লব মজুমদার ও সুজিত দাসের বিরুদ্ধে। অটোচালক তাপস সূত্রধরের অভিযোগ, তাঁকে শরীরে মদ ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে চেয়ার ছুড়ে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। কোনওক্রমে সেখান থেকে রক্ষা পেয়ে তিনি কাঁকড়াবন অটো সিন্ডিকেটে এসে পুরো ঘটনার কথা জানান।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাঁকড়াবনের সমস্ত অটোচালক পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামেন। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, যতক্ষণ না এই ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, ততক্ষণ অটো পরিষেবা চালু করা হবে না। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের আবেদনএই ঘটনার ন্যায্য তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে তাপস সূত্রধরের মতো আর কোনও অটোচালক নিগ্রহের শিকার না হন।

আন্দোলনরত অটোচালকরা জানান, অটো চালিয়েই তাঁরা সংসার চালান, সন্তান ও মা-বাবার মুখে খাবার তুলে দেন। অথচ কিছু সিন্ডিকেট নেতৃত্বের দাদাগিরির জেরে তাঁদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। তাই বিপ্লব মজুমদার ও সুজিত দাসের ভূমিকায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনার খবর পেয়ে কাঁকড়াবন থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অটোচালক তাপস সূত্রধর এবং সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ৬ আগরতলা মন্ডলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা-র জন্মদিন উপলক্ষে মানবিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ৬ আগরতলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ আগরতলার জিবি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা ৬ মণ্ডলের সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য, গোমতী কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও দলীয় কর্মীরা।

শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বহু যুবক-যুবতী ও কর্মী-সমর্থকরা।

আয়োজকদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের প্রয়োজনে মানবিক কাজে যুক্ত হওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। রক্তের অভাবে যাতে কোনো রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে অতিথিরা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অভিনব উদ্যোগে নিজের ৫০তম জন্মদিন পালন করলেন স্কুল শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি:অভিনব ও মানবিক উদ্যোগে নিজের ৫০তম জন্মদিন পালন করলেন এক স্কুল শিক্ষক। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর এলাকার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক অপু চন্দ্র সরকার নিজের জন্মদিন পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের অবহেলিত মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

জানা যায়, নিজের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আমতলীস্থিত 'নব প্রান্তিক' অনাথ আশ্রমে উপস্থিত হন। আশ্রমের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও আশ্রমবাসীদের সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন অপু চন্দ্র সরকার। শুধু জন্মদিন পালনেই সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি আশ্রমের বাসিন্দাদের জন্য কম্বল এবং আর্থিক সহায়তা তুলে দেন নব প্রান্তিক সংগঠনের সদস্যদের হাতে।

এই প্রসঙ্গে স্কুল শিক্ষক অপু চন্দ্র সরকার জানান, যাদের পরিবার নেই, সেইসব মানুষদের সঙ্গে নিজের জন্মদিন উদযাপন করতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর কথায়, এইভাবে জন্মদিন পালন করেই তাঁর জন্মদিন সার্থক হয়েছে। এই মানবিক উদ্যোগে খুশি আশ্রম কর্তৃপক্ষ ও আশ্রমবাসীরাও। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ সমাজে মানবিকতা ও সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একমাসব্যাপী হালকা যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জানুয়ারি: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহায়তায় একমাসব্যাপী এক হালকা যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা হয়। চলবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। লক্ষ্য এলাকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই ধরনের প্রশিক্ষণ, যুবকদের স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড: অনুপম গুহ। উপস্থিত ছিলেন রত্নদ্বীপ দাস, ডেপুটি চিফইঞ্জিনিয়ার, ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডে, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নোডাল আফিসার, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট, তন্ময় মজুমদার, ডিস্ট্রিক্ট কোওডিনেটর, স্কিল ডেভেলপমেন্ট। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থিরা। উপস্থিত অতিথিরা বলেন যুবকদের হালকা যানবাহন চালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, যা ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। এক মাসব্যাপী এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম যুবকদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দেবে। অতিথিরা বলেন যুবকদের ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান করবে যা তাদের কর্মজীবনের পথ সুগম করবে। ড: অনুপম গুহ বলেন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মতো সংস্থার এই ধরনের উদ্যোগ দেশের কৃষি ও গ্রামীণ অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক হবে, যা ত্রিপুরার মতো রাজ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তিনি মন্দিরা ইভেন্ট ও সার্ভিস-এর কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং মাস ব্যাপী কর্মসূচির সফলতার প্রত্যাশা করেন।

বিশ্ববন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর ২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি: অখণ্ড ভারতকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে সেমিফাইনালে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। হ্যাটট্রিক 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' দিলীপ দেবনাথের। ধর্মনগরের ঐতিহ্যবাহী 'বিশ্ববন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর ২০২৫' টুর্নামেন্ট এখন মধ্যগগনে। বিবিআই ময়দানে বৃহস্পতিবার এক রুদ্ধশ্বাস কোয়ার্টার ফাইনালে অখণ্ড ভারতকে (ওয়ার্ড নং ২৩) ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেসেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল ধর্মনগর প্রেস ক্লাব। মাঠজুড়ে ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় প্রতিপক্ষ।

ম্যাচের শুরুতে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় অখণ্ড ভারত। নির্ধারিত ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে তারা প্রেস ক্লাবের সামনে ১৩৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা ঝুড়ে দেয়।

জবাবে ১৩৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের ওপেনাররা। ২ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৫.১ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। দলের এই জয়ে বড় অবদান রাখেন একজন তারকা ব্যাটার সমশুক্র, যিনি ঝোড়ো ব্যাটিং করে ব্যক্তিগত অর্ধশতরান (৫০ রান) পূর্ণ করেন।

এদিনের ম্যাচের মূল আকর্ষণ ছিলেন প্রেস ক্লাবের তারকা খেলোয়াড় দিলীপ দেবনাথ। বল হাতে ও ফিল্ডিংয়ে অনবদ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তিনি টুর্নামেন্টে টানা তৃতীয়বার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার জিতে নিলেন। তাঁর এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রেস ক্লাবকে শিরোপার অন্যতম দাবিদার করে তুলেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas